প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

প্রশ্ন এবং উত্তর

পাব্লিকেশনস্ ডিভিসন দ্বারা
যোজনা কমিশনের জন্য
মিনিষ্ট্রি অফ ইনফরমেশন এণ্ড ব্রডকাষ্টিং
ওল্ড সেক্রেটারিয়েট, দিল্লী — ৮
হইতে প্রকাশিত

সাধারণ

প্রশ্ন—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য কি, এবং সাধারণ লোকের ইহাতে কি উপকার?

উত্তর—পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য উৎপন্ন দ্রব্যের প্রসার সাধন করিয়া ধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা, যাহার ফলে প্রতি ব্যক্তি সমাজের নিকট সমতুল্য ন্যায়বিচার লাভ করিতে পারে এবং ধনের অংশ সকলের সহজলভ্য হয়। দেশের রাষ্ট্রনীতির বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের লক্ষ্য এমন এক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা যাহাতে সকলে সুযোগ ও সামাজিক ন্যায় প্রসঙ্গে সাম্য উপভোগ করিতে পারে, সকলের কর্ম্মে ও উপযুক্ত পারিশ্রমিকে অধিকার অক্ষুণ্ন থাকে, এবং সকলের নিরাপত্তা সুরক্ষিত হয়। এই সমস্ত আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করাই পরিকল্পনার অভীষ্ট। দেশ যদি সমৃদ্ধতর হয় এবং ধনের বণ্টন ও সুযোগের অবকাশ প্রশস্ততর হয় তাহা হইলে স্বভাবতই সাধারণ লোকের অবস্থার উন্নতি ঘটিবে।

প্রশ্ন—পরিকল্পনার মতে কি 'উৎপাদনের প্রসার' ও 'সমধিক ন্যায়সঙ্গত বণ্টন' উভয়ের মূল্যই সমতুল্য?

উত্তর—হাঁ। কারণ শুধু উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে বর্দ্ধিত ধনের প্রধান অংশ মুষ্টিমেয় লোকের আয়ত্তাধীন হইবার আশঙ্কা,—যাহার ফলে অধিকাংশ লোক দরিদ্রই থাকিয়া যাইবে। পক্ষান্তরে শুধু বণ্টনসাম্যের ফলে সমাজের কোনও কোনও স্তরের

লোকের অবস্থার হানি হইলেও সকলের অবস্থার কোনও তারতম্য ঘটিবে না। পরিকল্পনার কার্য্যক্রমের তাই দ্বিবিধ লক্ষ্য, একই সঙ্গে উৎপাদনের প্রসার ও বিভেদের সঙ্কোচ। সূচনায় যদিও উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে, এখন হইতেই এমন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে যাহাতে সমাজ-ব্যবস্থার সংস্কার সাধিত হয় এবং ধনসাম্য লাভ করিবার পথে আমরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারি।

প্রশ্ন---কোন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া পরিকল্পনা উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে চান?

উত্তর—কোনও জাতির উৎপাদনের পরিমাণ প্রধানত তাহার পুঁজির উপর নির্ভর করে। এই পুঁজির মান নির্দ্ধারণ হয় মাথাপিছু প্রতি ব্যক্তির লভ্য চাষের জমির পরিমাণ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়া এবং ধন উৎপাদন করিবার বিভিন্ন সরঞ্জামের পরিমাণ দিয়া; যেমন কারখানা, রেলের ইঞ্জিন, যন্ত্রপাতি, সেচের ব্যবস্থা, শক্তি-উৎপাদক যন্ত্রাদি, এবং যানবাহনের ব্যবস্থা। এই পুঁজির পরিমাণ বাড়িলে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই পুঁজি যথাযোগ্য রূপে খাটাইতে শিখিলেই উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িবে এবং এই প্রসারের ফল অধিকতর লোকের সেবায় নিয়োজিত হইবে। সুতরাং এইরূপ সঙ্কল্প করা হইয়াছে যে পরিকল্পনার পরিধির মধ্যে যে অর্থ ব্যয়িত হইবে তাহার প্রধানতম অংশ পুঁজি বাড়াইবার উদ্দেশ্য আশ্রয় করিয়া। এই পুঁজির সংজ্ঞা পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং পরিকল্পনা যে কার্য্যক্রম অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে স্থান পাইয়াছে পতিত জমির পুনরুদ্ধার, সেচের বিস্তার, শক্তি-উৎপাদন, বার্ত্তা প্রেরণের প্রসার, পুঁজিবর্দ্ধক শিল্পের প্রবর্ত্তন, এবং ছোট ও বড় অন্যান্য শিল্পের প্রসার যাহার ফলে সম্প্রতি অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রমের উপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হয়।

প্রশ্ন---অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠাকল্পে পরিকল্পনা কোন কোন পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিতে চান?

উত্তর---এই প্রসঙ্গে মুখ্যত নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অবলম্বিত হইবে :---

(১) জমির দখলীসত্ত্ব ও তদারক বিষয়ে বহুবিধ ব্যাপক পরিবর্ত্তন সাধিত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

(২) উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে সমবায় প্রতিষ্ঠান অনুবর্ত্তিত করিবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(৩) দেশের অর্থনৈতিক প্রসার যাহাতে পরিকল্পিত পথে অগ্রসর হয় সেই উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত বাণিজ্য ও শিল্পপ্রচেষ্টা যাহাতে ক্রমশঃ রাষ্ট্রের বিধান ও নিয়ন্ত্রণের অধীন হয় তাহার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

(৪) মৃত্যুকর ও অনুরূপ কর ধার্য্য করিয়া যাহাতে নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিদূরিত হয় সেইরূপ ব্যবস্থা পরিকল্পনা অনুমোদিত করিয়াছেন।

(৫) যে সব বস্তুর ঘাটতিতে দরিদ্রতর সম্প্রদায়ের বিশেষ কষ্ট হয় তাহাদের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ যাহাতে বলবান থাকে পরিকল্পনা সেই ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়াছেন।

প্রশ্ন---পরিকল্পনার লক্ষ্য কি শুধু আর্থিক উন্নতিলাভ?

উত্তর—শুধু আর্থিক উন্নতিতেই পরিকল্পনা সীমাবদ্ধ নয়, যে অবস্থায় সামাজিক ও মানসিক উৎকর্ষলাভ ও মানসিক বৃত্তির চরম বিকাশ সম্ভব তাহার সৃষ্টিও পরিকল্পনার লক্ষ্য। তবে ঐহিক সম্পদ আশ্রয় না করিয়া মানসিক বৃত্তির অনুশীলন অসম্ভব, সুতরাং পরিকল্পনা কার্য্যারম্ভে অর্থনৈতিক প্রসারেই গুরুত্ব আরোপিত করিয়াছেন।

প্রশ্ন—পরিকল্পনা কি সত্যই সমগ্র জাতির ও ব্যক্তিনির্বিশেষের সেবায় নিয়োজিত হইবে ?

উত্তর—কোনও পরিকল্পনা সমগ্র জাতির সমর্থনলাভ করিতে তখনই পারে যখন সেই পরিকল্পনার লক্ষ্য সম্বন্ধে জনগণের মতানৈক্য না ঘটে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ; কারণ ইহার লক্ষ্যের আশ্রয়স্থল আমাদের রাষ্ট্রনীতি যাহা সর্ব্ব শ্রেণীর সমর্থন লাভ করিয়াছে। পরিকল্পনার বিষয়ের বহুল আলোচনা হইয়াছে। এবং পরিকল্পনা পরিষদ সমস্ত আলোচনা ও প্রস্তাব পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। কোনও বিশেষ গোষ্ঠির স্বার্থ ইহার লক্ষ্য নয়, সমগ্র জাতির কল্যাণই ইহার লক্ষ্য। এই কারণেই পরিকল্পনাকে জাতীয় পরিকল্পনা বলা চলে। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন প্রাদেশিক রাষ্ট্রের মধ্যে এবং অপর দিকে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে মতৈক্যের ভিত্তিতে এই পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক সাম্য সুদৃঢ় করাই ইহার কাম্য।

প্রশ্ন—এই পরিকল্পনার প্রচেষ্টাকে ক্ষীণ বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে। তাহাই যদি সত্য, সমধিক গুরুভার কার্য্যক্রম নির্দ্ধারিত হয় নাই কেন ?

উত্তর—কারণ সে রূপ কার্য্যক্রম অবলম্বন করিবার জন্য যে সম্পদের প্রয়োজন তাহা লাভ করিবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

যদিও এই পরিকল্পনার পরিধি সঙ্কীর্ণ, বাস্তব সত্যকে স্বীকার করিয়াই ইহার প্রতিষ্ঠা, এবং অর্থনৈতিক ও নৈসর্গিক সম্পদের কথা সম্যক পর্য্যালোচনা করিয়াই বিভিন্ন লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রশ্ন—পরিকল্পনা যখন বাস্তব, এবং ইহার লক্ষ্য যখন অনধিগম্য নয়, কোন কোন অবস্থার আনুকূল্য ইহার সফলতার পক্ষে অপরিহার্য্য ?

উত্তর—(১) যুদ্ধ এবং আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ হইতে বিরতি।

(২) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতা।

(৩) জনগণের সমর্থন।

(৪) সৎ ও সক্ষম শাসক সম্প্রদায়।

প্রশ্ন—এই পরিকল্পনাই কি চরম, না ক্রমশঃ আরও পরিকল্পনা করা হইবে ?

উত্তর—পরিকল্পনার পারম্পর্য্যের নির্দ্দেশই সূচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান পরিকল্পনার উদ্দেশ্য অদূর ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রিত করা। তাহার পর নূতনতর পরিকল্পনার প্রয়োজন থাকিবে।

প্রশ্ন—ভারতবর্ষে পুরাপুরি বা আংশিকভাবে বেকার শ্রমজীবীর সংখ্যা যথেষ্ট। (ক) গ্রাম্য এবং (খ) নাগরিক বেকার সমস্যার সমাধান কি করা হইয়াছে ?

উত্তর—গ্রামবাসীর বেকার সমস্যা সমাধানকল্পে পরিকল্পনা যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার মধ্যে প্রধানতম, ছোট বড় সেচ ব্যবস্থা, বৃহদায়তন জমি সংস্কারের প্রচেষ্টা, শক্তি-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা, রাস্তা নির্মাণ, গ্রাম্য শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কুটীর ও

গ্রাম্য শিল্পের জন্য যে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে সেই অর্থ সাহায্যের ফলে এবং বৃহদায়তন শিল্পের উপর যে কর সঙ্কল্পিত হইয়াছে এই উভয় উপায়ে ক্ষুদ্রায়তন গ্রাম্য ও কুটীর শিল্প প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে পারিবে। এই সব গ্রাম্য শিল্পের কলাকৌশল সংস্কৃত হইলে এবং ইহাদের সংগঠন দৃঢ়তর হইলে বহু লোকের জীবিকার সংস্থান হইবে।

বৃহদায়তন শিল্পগুলির সংকল্পিত প্রসার সাধিত হইলে এবং নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তনের ফলে নাগরিক বেকারের সংখ্যাও সঙ্কুচিত হইবে। উল্লিখিত ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসারও ইহার সহায় হইবে।

প্রশ্ন—মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বেকার সমস্যা সম্বন্ধে কি করা হইতেছে?

উত্তর—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কৃষিজাত উৎপাদনের বৃদ্ধির উপরই ঝোঁক দিয়াছেন, কারণ তাহার উপরই শিল্পের প্রসার নির্ভর করে। সুতরাং শিক্ষিত বেকার সম্প্রদায়ের কার্য্যপ্রাপ্তির আশু সম্ভাবনা পরিমিত। পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ক্রমোন্নতি; সুতরাং শিল্পোন্নয়নের আনুষঙ্গিক রূপে কতকগুলি কার্যে কিছু পরিমাণে শিক্ষিত লোকেব নিয়োগ হইলেও শিল্পের দ্রুততর সম্প্রসারণ আরম্ভ হইলেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপযোগী বৃত্তির বহুল প্রসার সম্ভব। এই সমস্যার সহিত শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার কতক পরিমাণে সংশ্লিষ্ট; কারণ ক্লেশসাপেক্ষ এবং অমনোজ্ঞ কার্য্যের প্রতি যুবক সম্প্রদায়ের মনোভাবের পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়।

রাজস্ব

প্রশ্ন—পরিকল্পনা চালু করিতে ২,০৬৯ কোটি টাকা **ব্যয়** হইবে। এই প্রভূত অর্থ কি উপায়ে সংগ্রহ হইবে? **কি কি** প্রধান খাতে এই অর্থ ব্যয় হইবে?

উত্তর—সর্বসাধারণের জন্য যে ২,০৬৯ কোটি টাকা ব্যয় **হইবে;** মোটামুটি নিম্নলিখিত উপায়ে তাহা সংগৃহীত হইবে :—

	কোটি **টাকা**
(১) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাষ্ট্রের রাজস্ব (মায় রেল বিভাগ) হইতে সাধারণ খরচ বাদে উদ্বৃত্ত	৭৩৮
(২) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাষ্ট্র কর্তৃক অনুষ্ঠিত ঋণ ও সঞ্চয়	৫২০
(৩) ইংলণ্ড রাষ্ট্রের নিকট প্রাপ্য অর্থের বলে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত আয়াধিক ব্যয়	২৯০
(৪) এ পর্য্যন্ত বাহির হইতে প্রাপ্ত অর্থ সাহায্য	১৫৬
(৫) বাহির হইতে লব্ধ আরও অর্থ সাহায্য, না পাইলে আরও অধিক সরকারী ঋণ বা করলব্ধ রাজস্ব এবং অধিকতর আয়াধিক ব্যয়	৩৬৫
মোট	২,০৬৯

নিম্নলিখিত খাতে এই অর্থ ব্যয় করা হইবে :—

		মোট টাকা
(১)	কৃষি ও গ্রাম উন্নয়ন	৩৬১
(২)	সেচ ব্যবস্থা	১৬৮
(৩)	শক্তি উৎপাদন ও বহুমুখী প্রচেষ্টা	২৬৬
(৪)	শক্তি উৎপাদন	১২৭
(৫)	যানবাহন ও সংবাদ প্রেরণ	৪৯৭
(৬)	শিল্প	১৭৩
(৭)	সমাজ সেবা	৩৪০
(৮)	পুনর্বাসন	৮৫
(৯)	অন্যান্য	৫২
	মোট	২,০৬৯

প্রশ্ন—আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর কথাটির অর্থ কি? ইহার অর্থ যদি নোট ছাপান হয়, এই উপায়ে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে না কি, এবং মুদ্রাস্ফীতি কি দেশের পক্ষে ক্ষতিকর নয়?

উত্তর—সাধারণ হইতে লব্ধ রাজস্বের অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইলেই রাজকোষের ঘাটতি পড়িবে। এই ঘাটতি মিটাইবার দুইটী উপায়। হয় সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করা, না হয় রিজর্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ লওয়া। এই উপায়েই অর্থ 'সৃষ্টি' করা হইয়া থাকে। অর্থ কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করিলেই মুদ্রাস্ফীতি ঘটে না। অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত করিবার জন্যই বেশী অর্থের প্রয়োজন ঘটিতে পারে। যে উপায়ই অবলম্বিত হউক, তাহার ফল দিয়াই তাহার কার্য্যকারিতা বিচার করিতে হইবে।

ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে দেশে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ না বাড়িয়া যদি চলমান অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া যায় তাহা হইতেই মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। দেশে উৎপন্ন দ্রব্যের যে ঘাটতি তাহা যদি বিদেশী আমদানী দ্বারা মিটাইয়া লওয়া সম্ভব হয় অথচ কোনও মাল যদি বিদেশে রপ্তানী না করিতে হয় তাহা হইলে আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়ের কুফল স্বরূপ মুদ্রাস্ফীতির আশংকা তত থাকে না। পরিকল্পনা এই তত্ত্ব অনুযায়ী আলোচ্য পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের রাষ্ট্র হইতে যে ২৯০ কোটি টাকা পরিশোধ হওয়ার কথা সেই পরিমাণ অর্থই আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। ইংলণ্ডের নিকট প্রাপ্য এই ঋণ আমাদেরই পূর্বতন সঞ্চয়, অর্থাৎ বিগত মহাযুদ্ধের সময় আমরা মাল দিয়া ও অন্যবিধ উপায়ে যে সাহায্য করিয়াছিলাম তাহারই দরুণ আমাদের প্রাপ্য। এই ঋণ পরিশোধ হওয়ার ফলে বিদেশ হইতে আমরা মালের সরবরাহ ও বিভিন্ন প্রকারের সাহায্য লাভ করিব, অথচ দেশ হইতে কোনও মাল রপ্তানী করিতে হইবে না। সুতরাং আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় যদি এই প্রাপ্য ঋণের পরিমাণকে অতিক্রম না করে তাহা হইলে এই অতিরিক্ত অর্থ হইতে মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা থাকে না, কারণ এই অর্থের বিনিময়ে মালও আমরা পাইতে পারি। অবশ্য ইহা সত্য অর্থনৈতিক প্রসারের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যে কোনও কার্য্যক্রমের ফলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। এই সম্ভাবনা দূর করিবার জন্য নিয়ন্ত্রণ প্রথা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করা প্রয়োজন। পরিশেষে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে আয় অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইলে বিশেষ সতর্ক ও বিচক্ষণ হইতে হইবে। এই উপায়ে আয় অতিরিক্ত ব্যয়ের পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক প্রসার সম্ভব হইবে।

প্রশ্ন---মূল্যের সাম্য রক্ষা করিলে বর্ত্তমান অবস্থাই বলবান

থাকে। অর্থনৈতিক প্রসারের উদ্দেশ্যে আয় অতিরিক্ত ব্যয় অবলম্বন কি সমীচীন হইয়াছে ?

উত্তর—মূল্যের সাম্যের ফলে যদি প্রসারের স্রোত বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে খানিকটা ঝুঁকি লইয়া আয় অতিরিক্ত ব্যয়ের ব্যবস্থাই অবলম্বন করা সঙ্গত ; কারণ তাহা হইতেই উন্নতি সম্ভব।

প্রশ্ন—নিম্নবিত্ত ব্যক্তির স্বল্প সঞ্চয় হইতে আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ কি করিয়া লাঘব করা যায় ?

উত্তর—এই সঞ্চিত অর্থ রাষ্ট্রকে ঋণদান করিলেই রাষ্ট্রের লাভ। জনসাধারণ হইতে লব্ধ রাজস্বের পরিমাণ—কর হিসাবেই হোক বা ঋণরূপেই হোক—যত বাড়িবে আয় অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজনও সেই অনুরূপে কমিয়া যাইবে।

প্রশ্ন—বিদেশের অর্থ সাহায্য লাভ করিলে কি আমাদের দাসত্ব স্বীকার করিতে হইবে ?

রাজনৈতিক অভিসন্ধি না থাকিলে শুধু ঋণদানগ্রহণ করার ফলেই এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের দাস হইয়া যায় না। বস্তুত পৃথিবীর সমস্ত উন্নত জাতিকেই অর্থনৈতিক প্রসারের কোনও না কোনও স্তরে বিদেশের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সুতরাং বিদেশের অর্থসাহায্য মাত্রকেই অনিষ্টমূলক বলা যায় না। ইহাও লক্ষ্যণীয় যে যে অর্থ ব্যয় পরিকল্পিত হইয়াছে তাহার তুলনায় বিদেশ হইতে লব্ধ সাহায্যের পরিমাণ সামান্য।

প্রশ্ন—বিদেশ হইতে যদি আর সাহায্য না পাওয়া যায় তাহা হইলে কি জন সাধারণকে অধিকতর করের ভার বহন করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পণ্য ব্যবহারেরও সঙ্কোচ করিতে হইবে ?

উত্তর---হঁা। পরিকল্পনার পরিধির মধ্যে প্রত্যাশিত অর্থসাহায্য বিদেশ হইতে না পাইলে কর ধার্য্য করিয়া বা সাধারণের নিকট ঋণগ্রহণ করিয়া বা আয় অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর থাকিবে না। এই সব উপায়েই আমাদের ভোগের মান ক্ষুন্ন হইবে। তবে ভবিষ্যতের উন্নতির প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় করিতে হইলে পরিকল্পনার মানকে খর্ব করিতে দিলে চলিবে না। বর্ত্তমানের ত্যাগ হইতেই ভবিষ্যতের ভোগ ফলবান হইবে।

প্রশ্ন---পরিকল্পনার ফলে ভারতবর্ষের জাতীয় আয় কি পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা?

উত্তর---এই পরিকল্পনা ভবিষ্যতের প্রসারের সূচনা মাত্র। ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ইহাতে নিহিত; সুতরাং পরিকল্পনার আরব্ধ প্রয়াসের সব ফলই আশু লক্ষিত হইবে না, ভবিষ্যতে ইহার ফল প্রত্যক্ষ হইবে। তথাপি, এই পাঁচ বৎসরের মধ্যেই জাতীয় আয়ের সম্যক বৃদ্ধি হইবে আশা করা যায়। হিসাব করা হইয়াছে যে আলোচ্য পঞ্চবর্ষে মূল্যের তারতম্য না ঘটিলে ভারতবর্ষের জাতীয় আয় ৯,000 কোটি হইতে ১0,000 কোটি টাকায় উঠিবে অর্থাৎ শতকরা ১১ হইতে ১২ টাকা হারে বর্দ্ধিত হইবে। এই সমৃদ্ধি যথেষ্ট মনে না হইতে পারে; কিন্তু এই অবস্থায় ইহার অধিক সমৃদ্ধির আশা পোষণ করা অবান্তর।

খাদ্য ও কৃষি

প্রশ্ন—শোনা যায় ভারতবর্ষে কোনও পরিকল্পনাকে সার্থক করিতে গেলে কৃষিকে আশ্রয় করিয়াই তাহা শুধু সম্ভব, কারণ আমাদের খাদ্যের পরিমাণ বাড়াইতেই হইবে। পরিকল্পনা এই সত্যকে স্বীকার করিয়াছে কি?

উত্তর—পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্যই কৃষি। সঙ্কল্পিত মোট ব্যয় ২,০৬৯ কোটি টাকার মধ্যে কৃষির জন্য ৩৬১ কোটি, সেচের জন্য ১৬৮ কোটি এবং সেচ ও শক্তি-উৎপাদন মিশ্র সঙ্কল্পের জন্য ২৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় শেষ খাতের অর্দ্ধেক সেচব্যবস্থার জন্য ব্যয় হইবে, দেখা যাইবে কৃষি ও সেচের জন্য সরাসরি ৬৬২ কোটি টাকা অর্থাৎ সমগ্র ব্যয়ের শতকরা ৩২ ভাগ ব্যয় হইবে।

প্রশ্ন—উৎপন্ন শস্য দেশের খাদ্যের পরিমাণ হইতে কত কম এবং বৎসরে কি পরিমাণ শস্য আমাদের আমদানী করিতে হয়?

ঘাটতি পড়ে প্রায় ৩০ লক্ষ টন। কয়েক বৎসর হইতে গড়পড়তা প্রতি বৎসরে এই পরিমাণ শস্য আমদানী করিতে হইতেছে। আমদানী শস্যের মূল্য গড়ে বাৎসরিক ১৫০ কোটি টাকা।

প্রশ্ন—পরিকল্পনার কার্য্য সমাপ্ত হইলে ভারতবর্ষে খাদ্যের ব্যাপারে আত্ম-নির্ভর হইতে পারিবে? না পারিলে এই লক্ষ্যের কত নিকটবর্ত্তী হইতে পারা যাইবে?

উত্তর—শস্য উৎপাদনের পরিমাণ সমান থাকিলে বর্ত্তমানের ভোগের হারে জনসংখ্যার বৃদ্ধি অনুপাতে ঘাটতির পরিমাণ ৬৭ লক্ষ টন হওয়ার কথা। পরিকল্পনার লক্ষ্য শস্যের উৎপাদন ৭৬ লক্ষ টন বাড়ান। এই প্রচেষ্টা সফল হইলে বর্ত্তমানের ভোগের হার সমান থাকিলে দেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হইবে।

প্রশ্ন—পরিকল্পনার কার্য্য অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য শস্যের মূল্য হ্রাস আশা করা যায় কি?

উত্তর—উৎপাদনের পরিমাণ আশানুরূপ হারে বাড়িলে পরিকল্পনার কার্য্যকলাপের অন্তে খাদ্যশস্যেব মূল্য কিঞ্চিৎ হ্রাস হইতে পারে, তবে মূল্যের বিশেষ কিছু তারতম্য ঘটিবে না।

প্রশ্ন—দেশের লোকের আহার পদ্ধতির পরিবর্ত্তনে কি উপায়ে খাদ্যের অবস্থার উন্নতি সাধিত হইতে পারে?

উত্তর—সারা পৃথিবীতে এখন চাউলের ঘাটতি এবং আমদানী চাউল মহার্ঘ। সুতরাং চাউলের পরিবর্ত্তে কতক পরিমাণে গম ব্যবহার করিলে খাদ্য সমস্যার আংশিক সমাধান হইবে। অন্যান্য খাদ্য এবং মৎস্যের ব্যবহার বাড়াইলেও চাউলের উপর চাপ কমিয়া যাইবে।

প্রশ্ন—কৃষিজাত উৎপাদন কোন উপায়ে বর্দ্ধিত হইবে?

উত্তর—প্রধানত সেচের প্রসার দ্বারা। এই প্রসার বৃহদায়তন এবং ক্ষুদ্রায়তন সেচ ব্যবস্থা দ্বারা সম্ভব হইবে। ইহা ভিন্ন জমির পুনরুদ্ধার, এবং অধিক পরিমাণে সার ব্যবহার ও উৎকৃষ্ট বীজ ব্যবহার করিয়াও উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িবে।

প্রশ্ন—আমরা কি দেশের অবস্থা বিবেচনা না করিয়াই চাষের পদ্ধতিতে কলকব্জার ব্যবহার অনুবর্ত্তিত করিতেছি?

উত্তর—না। যে যে ক্ষেত্রে কলকব্জার ব্যবহারের বিশেষ সুবিধা আছে সেখানেই তাহা অনুষ্ঠিত হইতেছে, যেমন পতিত বা জঙ্গলা জমির সংস্কার, বা জনবিরল অঞ্চলে চাষের ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে অন্যত্র ইহা বিশেষ প্রচলিত নয়, কারণ ভূমি সংক্রান্ত আইনের পরিবর্ত্তনের ফলে বড় বড় জমিদারী ভাঙ্গিয়া যাইতেছে এবং সেই সব জমিতে কলের চাষের সুবিধা নাই। যতদিন না সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিপ্রচেষ্টা প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে চাষের জমির এলাকা বাড়িয়া যায় ততদিন খণ্ড খণ্ড জমিতে কলের চাষের প্রবর্ত্তন সম্ভব নয়।

প্রশ্ন—চাষীকে অর্থসাহায্য, শস্য বিক্রয়, উন্নততর পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ইত্যাদি বিষয়ে কি উপায় অবলম্বিত হইবে?

উত্তর—গ্রাম উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কেন্দ্রে চাষীর বহুবিধ সাহায্য করিবে। ইহা ভিন্ন একটি জাতীয় প্রসার সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে সমগ্র দেশে ইহার কার্য্য আরব্ধ হইবে। এই সেবাকেন্দ্রের যাহারা কর্ম্মী তাহারা শুধু উন্নততর কৃষিপদ্ধতিতেই গ্রামবাসীদের শিক্ষাদান করিবে না, পরন্তু সমবায় প্রতিষ্ঠানের প্রসার কল্পে এবং গ্রাম্যজীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতির পথে তাহারা গ্রামবাসীদের সহায়তা করিবে।

অর্থসাহায্যের প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে রিজর্ভ ব্যাঙ্ক সমবায় আন্দোলনকে ক্রমশঃ অধিকতর সাহায্য দিতেছে। ১৯৪৬-৪৭ সালে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ দেওয়া হয় ১,৫০,০০০ টাকা; ১৯৫১-৫২ সালে সেই ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এই রূপ সঙ্কল্পিত হইয়াছে যে রিজর্ভ ব্যাঙ্ক, সরকারী আয় এবং

সমবায় সমিতিগুলির আয় সব মিলাইয়া পাঁচ বৎসরের মধ্যে কৃষিজীবীদের দেওয়া স্বল্পমেয়াদী ঋণের পরিমাণ বাৎসরিক ১০০ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে।

রিজর্ভ ব্যাঙ্ক মধ্যম-মেয়াদী আরও ৫ কোটি টাকা ঋণ দিতে প্রতিশ্রুত। পরিকল্পনার অঙ্গস্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকার আরও ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। এতদতিরিক্ত আরও ৫ কোটি টাকা সমবায় আন্দোলনের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন।

শস্য বিক্রয় সম্বন্ধে পরিকল্পনা পরিষদের প্রস্তাব (১) সমবায় বিক্রয় সমিতির প্রতিষ্ঠা। এই সব সমিতির অধীনে গুদাম থাকিবে এবং শস্য সংরক্ষণের ভার ইহাদের গ্রহণ করিতে হইবে। (২) শস্যের বাজারের প্রতিষ্ঠা। (৩) উৎপন্ন শস্যের শ্রেণী বিভাগ।

প্রশ্ন—দেশের অর্থনৈতিক প্রসারে সমবায় আন্দোলন কতখানি সাহায্য করিবে?

উত্তর—দ্রুতগতিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির বিধান বিশেষতঃ গ্রামের অবস্থা উন্নয়ন সম্পর্কে সমবায় আদর্শকেই মূল বলিয়া স্বীকার করা যায়। পরিকল্পনা কৃষিকার্য্যের জন্য ঋণদান ব্যাপারে, কৃষিজাত শস্যের বিক্রয় ব্যাপারে, কৃষকের প্রয়োজনীয় বীজ, সার এবং অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ ব্যাপারে, এবং সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্যের রূপের বিবর্ত্তন ঘটাইবার ব্যাপারে সর্বত্রই সমবায় প্রতিষ্ঠানের মূল্য স্বীকার করিয়াছেন। সমবায় পদ্ধতিতে শিক্ষাদান এবং সমবায় কৃষি প্রচেষ্টা সম্পর্কে পরীক্ষা চালাইবার জন্য ৫০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ করা হইয়াছে।

প্রশ্ন—'মূল গ্রাম' সঙ্কল্পটি কি?

উত্তর—'মূল গ্রাম' শব্দটিই অর্থবাচক, কারণ মূল গ্রামের উদ্ভবই এই দেশের গবাদি পশুর উন্নতির মূলে। ৩।৪টি সংলগ্ন গ্রাম লইয়া একটি মূল গ্রাম। ইহাতে তিন বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক গাভীর সংখ্যা ৫০০। এই এলাকার মধ্যে বৎস উৎপাদনের জন্য বিশেষ উন্নত জাতির বৃষ ব্যবহার হইবে। অন্য সব ষাঁড়কে হয় সরাইতে হইবে নয় বদল করিতে হইবে, যাহাতে ৪।৫ পুরুষের মধ্যে এই পরিধিভুক্ত সমস্ত গরুর উন্নতি ঘটে। অধিক পরিমাণে ষাঁড় যাহাতে প্রতিপালন না করিতে হয় সেই উদ্দেশ্যে কৃত্রিম উপায়ে গরুর গর্ভ উৎপাদন করার পদ্ধতিও অবলম্বিত হইবে। গাভীর কুলুজি, এবং দুগ্ধের পরিমাণের হিসাব রাখা হইবে। এবং উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা ও রোগ প্রতিকারের উপায় অবল িত হইবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এই রূপ ৬০০টি 'মূল গ্রাম' প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। কৃত্রিম বৎস উৎপাদন কেন্দ্রের সংখ্যা ১৫০, বৃষ ্তিপালনের আখড়ার সংখ্যা ২২৫।

ভূমি ব্যবস্থা

প্রশ্ন—পরিকল্পনায় অনুসৃত ভূমি ব্যবস্থা হইতে নবতন সমাজের উদ্ভব হইবে এ কথা বলা কি সত্য?

উত্তর—হাঁ। একদিকে বড় বড় ভূস্বামী এবং পত্তনদারের উচ্ছেদের ফলে সারা দেশে জমির মালিক হইবে কৃষক সম্প্রদায়। অন্য দিকে সমবায় প্রথা সমর্থিত হওয়ার ফলে নূতন সমাজ ব্যবস্থার ইঙ্গিত সূচিত হইতেছে, যে ব্যবস্থার আশ্রয় প্রতি গ্রামে সমবায় পদ্ধতিতে অনুসৃত কৃষকদের উপসত্ত্বের পরিচালনা। এইরূপ সমাজব্যবস্থা অবশ্য দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ কিন্তু সমবায় কৃষিপ্রচেষ্টার পরীক্ষার জন্য পরিকল্পনা ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

প্রশ্ন—সমবায় গ্রাম পরিচালনা শব্দটির সংজ্ঞা কি?

উত্তর—ইহার অর্থ গ্রামের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জমির পরিচালনা গ্রামবাসীরা যৌথরূপে গ্রহণ করিবে। প্রত্যেক ভূম্যধিকারীর মালিকানা সত্ত্বের চিহ্ন থাকিবে লাভের অংশ রূপে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী গ্রামের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জমির উপর গ্রামবাসীরা যৌথরূপে কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে পারিবে যেমন সম্ভব হয় অবিভক্ত একটি খামারের বেলায়।

প্রশ্ন—ভূস্বামীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইতেছে কি? হইলে কি নিয়মে?

উত্তর—হাঁ। জমিদার, মালগুজার ও জায়গীরদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইতেছে। প্রদেশে প্রদেশে পার্থক্য থাকিলেও মোটামুটি জমিদারী হইতে লব্ধ আয়ের কতক গুণ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দেওয়া হইতেছে। ইহার মান অবশ্য সর্বত্র সমান নয়। জমিদারীর আয় যত কম ক্ষতিপূরণের মান তত বেশী। দৃষ্টান্তস্বরূপ উত্তর-প্রদেশে যে জমিদার ২৫৲ বা তাহারও কম রাজকর দেন তিনি (পুনর্বাসন সমেত) বার্ষিক আয়ের ২৮ গুণ ক্ষতিপূরণ পাইতেছেন; পক্ষান্তরে যিনি ৫০,০০০ রাজকর দেন তাঁহার প্রাপ্য বাৎসরিক আয়ের ৯ গুণ মাত্র।

ছোট ছোট ভূস্বামীদের ক্ষতিপূরণ নগদ টাকা দিয়াই (হয় থোক না হয় কিস্তিতে) দেওয়া হইতেছে। অন্য সকলের বেলায় কোম্পানীর কাগজের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সব কাগজ অন্য লোকের নামে লেখান যাইবে কিন্তু ভাঙ্গান যাইবে না। সমস্ত জমিদার সরকারের নিকট প্রাপ্য অর্থের উপর শতকরা ২।।০ হারে সুদ পাইবেন।

প্রশ্ন—প্রতি ব্যক্তির উপভোগ্য জমির সর্বাধিক পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করা পরিকল্পনা পরিষদ সঙ্গত বিবেচনা করেন? কি উপায়ে ইহা নির্দ্ধারিত হইবে?

পরিকল্পনা পরিষদ এই পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিবার বিভিন্ন পদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে যে কোনও অঞ্চলে প্রবর্ত্তিত জমির উপসত্ত্ব সংক্রান্ত আইন এবং রাজকর আদায়ের পদ্ধতির উপর নির্ভর করিবে সেই অঞ্চলের সর্বাধিক জমির বিলির ব্যবস্থা। পরিষদের অন্যতম প্রস্তাব এই যে জমির সর্বাধিক পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিবার সহজ পন্থা প্রতি পরিবারের ভোগ্য জমির পরিমাণের বিচারে। প্রতি পরিবারের জমির পরিমাণের অর্থ একটি লাঙ্গল দিয়া মাঝারি

রকমের পরিবারের প্রয়োজন মত যতখানি জমি সাধারণ কৃষি প্রক্রিয়ায় অন্যের সাহায্যে চাষ করা যায়। প্রদেশে প্রদেশে কিছু পার্থক্য থাকিলেও পরিকল্পনা পরিষদ মনে করেন পারিবারিক প্রয়োজনের ৩ গুণ পরিমাণ জমিকে সর্বাধিক পরিমাণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলে অন্যায় হইবে না।

প্রশ্ন—ভূমি ব্যবস্থার ফলে প্রজারা লাভবান হইবে কি?

উত্তর—হঁা। ভূমি ব্যবস্থায় দখলীসত্ত্ব ও খাজানা দু দিকেই মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। প্রস্তাব করা হইয়াছে যে সাধারণত জমির সত্ত্ব অন্যূন ৫ বৎসর থাকিবে এবং খাজানার পরিমাণ উৎপন্ন শস্যমূল্যের এক চতুর্থাংশ বা এক পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না। ইহাও প্রস্তাবিত হইয়াছে যে কোনও ভূম্যধিকারীর দখলীভুক্ত জমির পরিমাণ যদি তাহার ব্যক্তিগত প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয় সে জমি ক্রয় করিবার অধিকারও প্রজাদের থাকিবে। এই জমির মূল্য হইবে প্রজা যে খাজানা দেয় তাহার কতক গুণ, এবং নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে কিস্তিবন্দীতে এই অর্থ পরিশোধ করার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

প্রশ্ন—গ্রাম উন্নয়ন এবং তৎসম্পর্কিত পরিকল্পনার তাৎপর্য্য কি?

উত্তর—এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য গ্রামবাসীদের উন্নতি সম্পর্কে তাহাদের সাহায্য অবলম্বন করিয়া ক্রমশ গ্রাম্য জীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তর সংঘটিত করা। যে যে উপায়ে এই পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে তাহার মধ্যে প্রধানতম বিজ্ঞানসম্মত কৃষিপদ্ধতি, পরিচ্ছন্নতা, বার্ত্তা প্রেরণের এবং কুটিরশিল্পের প্রসার এবং পল্লীজীবনের একটি মাত্র অঙ্গের সহিত সংশ্লিষ্ট বহু কর্ম্মচারীর

পরিবর্ত্তে গ্রাম উন্নয়নের সহিত সম্পর্কিত এমন একটি কর্ম্মচারীর সাহায্য-লাভ যিনি অন্তত গ্রাম উন্নয়নের মুখ্য সমস্ত বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবেন। এই কর্ম্মচারীকে গ্রাম সেবক আখ্যা দেওয়া হইবে। এইরূপ প্রস্তাবিত হইয়াছে যে আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে সমগ্র দেশে এইরূপ বহুসংখ্যক গ্রাম সেবক নিযুক্ত করা হইবে। ইঁহারা কৃষকদের সর্ববিধ সমস্যা সমাধানে সহায়তা করিবেন এবং গ্রাম্য জীবনের সম্প্রসারণে ইঁহারাই প্রধান অবলম্বন স্বরূপ হইবেন।

ইতিমধ্যে যে যে অঞ্চলে গ্রাম উন্নয়নের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে সেই সব স্থানে গ্রাম পুনর্গঠনের এই পদ্ধতি অবলম্বিত হইতেছে। প্রায় ৫৫টি এইরূপ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে; বর্ত্তমান বৎসরে আরও ৫৫টি খোলার কথা। প্রত্যেকটি পরিকল্পনার অধীনে তিনটি করিয়া বিস্তার বিভাগ; প্রতি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত প্রায় ১০০ গ্রাম, যাহার লোক সংখ্যা ৬০,০০০ হইতে ৭০,০০০। প্রতি বিস্তার বিভাগের মধ্যে পাঁচ পাঁচটি গ্রাম লইয়া একটি কেন্দ্র। প্রতি কেন্দ্রে একটি করিয়া গ্রাম সেবক। এই সব পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেছে এবং অর্থ ব্যয়িত হইতেছে সমগ্র দেশে তাহার প্রয়োগ সম্ভবপর নয়; তবে এই সব ক্ষেত্রে লব্ধ অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে বিস্তৃততর পরিসরে ইহার প্রয়োগের সময় বিশেষ মূল্যবান হইবে আশা করা যায়।

প্রশ্ন---গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনার কার্য্যক্রমের বিশেষ রূপ কি?

উত্তর---প্রধানত কৃষির ক্ষেত্রেই ইহা প্রয়োজ্য; তবে যানবাহন ও যাতায়াতের প্রসার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহনির্ম্মাণ, গ্রাম্য শিল্প ও সমবায় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়েও মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। কৃষি পর্য্যায়ে অবশ্য পতিত জমির পুনরুদ্ধার, ক্ষুদ্রায়তন সেচ ব্যবস্থা,

কৃষি কার্য্যে উন্নততর পদ্ধতির অবলম্বন, প্রকৃষ্টতর বীজ এবং স্বাভাবিক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার ও উন্নততর প্রজননের সাহায্যে গবাদি পশুর উন্নতিসাধন এই সমস্তই অবলম্বিত হইয়াছে।

রাজপথের যে কাযাক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে তদনুযায়ী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত প্রতি গ্রামের সহিত কোনও প্রধান রাজপথ সংযুক্ত হইবে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার অধিকতর সুযোগ দেওয়া হইবে এবং শ্রমশিল্পীদের উন্নততর পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ ও ব্যবস্থা করা হইবে।

স্বাস্থ্য সম্পর্কে জলসরবরাহের সংরক্ষণ, মানুষের ও পশ্বাদির মলমূত্র অপসারণের ব্যবস্থা, ও সংক্রামক ব্যাধিব নিরাকরণেই বিশেষ ভাবে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইবে। গ্রামবাসীদের প্রকৃষ্টতর গৃহনির্মাণেও শিক্ষা দেওয়া হইবে। গৃহবহুল গ্রামে নূতন গৃহনির্মাণের উপযুক্ত জমিব ব্যবস্থাও করিতে হইতে পাবে।

প্রতি গ্রামে, বা কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি কেন্দ্রে অন্তত একটি কবিয়া বহুমুখী সমবায় সমিতির প্রতি। এই কার্য্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য।

সেচ ব্যবস্থা

প্রশ্ন---খেতের জন্য জল চাষীর পক্ষে অপরিহার্য্য। পরিকল্পনায় সেচের জলের কি ব্যবস্থা চাষীদের জন্য করা হইয়াছে ?

উত্তর---১৯৫০ সাল অপেক্ষা আরও ১ কোটি ৯৭ লক্ষ একর অধিক পরিমাণ জমিতে পরিকল্পনা অনুযায়ী জলসেচের ব্যবস্থা করা যাইবে। ইহার ফলে আরও ৪৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য (বা তৎপরিমাণ অন্য কৃষিজ) উৎপন্ন হইবে।

প্রশ্ন---যে সব উপত্যকা পরিকল্পনার কার্য্য ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে তাহার ফল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য্যকালের মধ্যে এবং তৎপরে কি রূপে লক্ষিত হইবে ?

উত্তর--যে সব প্রধান উপত্যকা পরিকল্পনার কার্য্য অগ্রসর হইয়াছে, আলোচ্য পঞ্চবর্ষের শেষ বৎসরের মধ্যে সেই গুলির সাহায্যে আরও ৮৫ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা যাইবে আশা করা যায়। ইহা হইতে আরও ১০ লক্ষ ৮০ হাজার কিলোওয়াট শক্তি উৎপন্ন হইবে। এই সব পরিকল্পনার কার্য্য সমাপ্ত হইলে এবং ইহাদের চরম বিস্তারের পর মোট আরও ১ কোটি ৬৯ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে এবং আরও ১৪ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তি উৎপন্ন হইবে।

প্রশ্ন—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান সেচ ও শক্তি উৎপাদন প্রচেষ্টার নাম কি ?

উত্তর—ভাকরা-নাঙ্গল পরিকল্পনা (পাঞ্জাব, রাজস্থান ও পেপসু), দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা (পশ্চিম বঙ্গ ও বিহার), হীরাকুদ বাঁধ পরিকল্পনা (উড়িষ্যা), তুঙ্গভদ্রা পরিকল্লনা (মান্দ্রাজ ও হায়দ্রাবাদ), নিম্ন ভবানী পরিকল্পনা (মান্দ্রাজ), ময়ূরাক্ষী (পশ্চিম বঙ্গ) নিম্নতর তাপ্তী উপত্যকা পরিকল্পনা (বোম্বাই), মছকুণ্ড হাইড্রো-ইলেকট্রিক পরিকল্পনা (উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজ), সরদা শক্তি কেন্দ্র (উত্তর প্রদেশ)।

প্রশ্ন—পরিকল্পনার শেষ দুই বৎসরে কোন পাঁচটি প্রধান প্রচেষ্টার কার্য্যারম্ভ হইবে?

উত্তর—চম্বল পরিকল্পনা (প্রথম পর্য্যায়) (মধ্যভারত ও রাজস্থান)

কোশী পবিকল্পনা (প্রথম পর্য্যায়) (বিহার ও নেপাল)

কযনা পরিকল্পনা (প্রথম পর্য্যায়) (বোম্বাই)

বিহন্দ পরিকল্পনা (উত্তর প্রদেশ)

কৃষ্ণা পবিকল্পনা (মান্দ্রাজ ও হায়দ্রাবাদ)

প্রশ্ন—ক্ষুদ্রায়তন সেচব্যবস্থায় কি পরিমাণ ফল লাভ হইবে?

উত্তর—এইরূপ ব্যবস্থা অনুসৃত হওয়ার ফলে আরও ১ কোটি ১২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ প্রবাহিত করা যাইবে। ইহা হইতে আরও ২৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইবে।

প্রশ্ন—পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত প্রধান ও অপ্রধান সেচব্যবস্থা কি পরস্পরের প্রতিপোষক না উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা আছে?

উত্তর—সংঘর্ষের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। প্রতি অঞ্চলের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রধান বা অপ্রধান সেচব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে, সুতরাং একে অন্যের প্রতিপোষক।

প্রশ্ন—এই সব প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য জনসাধারণ কি উপায়ে সহায়তা করিতে পারে?

উত্তর—জনসাধারণের এ সম্পর্কে করণীয়:—

(১) মুখ্য পরিকল্পনাগুলির ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য রাষ্ট্র যে ঋণ গ্রহণ করিতেছেন সেই তহবিলে ঋণ দিয়া।

(২) সেচ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে যে কর ধার্য্য করা হইয়াছে তাহা দিয়া এবং বর্দ্ধিতহারে জলকর দিয়া।

(৩) সমবায় পদ্ধতিতে বিভিন্ন গ্রামে খাল খনন, রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া।

(৪) প্রচলিত সেচ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র হইতে যে জল সরবরাহ করা হয় অপব্যয় না করিয়া তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া।

(৫) জলসেচের জন্য অবলম্বিত ব্যক্তিগত ব্যবস্থাগুলিকে সক্রিয় রাখিয়া।

প্রশ্ন—ভারতবর্ষে ৫,৬০,০০০ গ্রাম আছে। তাহার মধ্যে মোটে ৩০০০ গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়। পরিকল্পনায় গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ পরিবাহ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে?

উত্তর—গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রসারের বিশেষ গুরুত্ব পরিকল্পনায় স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার ফলে শুধু কৃষি পদ্ধতির

উন্নতি ও কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিস্তারই ঘটিবে না। উপরন্তু, গ্রাম্য জীবন রম্যতর হইয়া উঠিবে। প্রস্তাব করা হইয়াছে যে গ্রামে বিদ্যুৎ আমদানী করিবার জন্য ও ইহার লোয়াজিম ক্রয় করিবার জন্য রাষ্ট্র হইতে কৃষকদের ও সমবায় প্রতিষ্ঠান গুলিকে ঋণ দান করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

প্রশ্ন—শিল্পের তুলনায় কৃষির জন্য এত অধিক ব্যয় করিবার প্রয়োজন কি? আপেক্ষিক গুরুত্বের সম্পর্কে শিল্পকে যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে কি?

উত্তর—দেশ রক্ষা সংক্রান্ত শিল্পের জন্য যে প্রভূত অর্থ ব্যয়িত হইতেছে তাহা হিসাবের মধ্যে না ধরিলে শুধু শিল্পের জন্য সরকারের প্রত্যক্ষ ব্যয়ের পরিমাণ মোটে ৯৪ কোটি টাকা। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিস্তার ও খনিজ সম্পদের প্রসারের জন্য যে ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছে এবং মূল শিল্প ও যানবাহনের প্রসারের জন্য থোক বরাদ্দ ৫০ কোটি টাকার অর্দ্ধেক যদি ইহার সঙ্গে যোগ দেই, তাহা হইলে শিল্প সংক্রান্ত ব্যয়ের পরিমাণ আনুমানিক ১৫০ কোটি টাকাতে দাঁড়ায়। সরকারের পরিকল্পিত মোট ২০৬৯ মোটি ব্যয়ের অনুপাতে এই অর্থব্যয় সামান্য বলিয়া মনে হইতে পারে। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে শিল্পের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং শিল্পের প্রসার প্রধানত পরিকল্পিত সরকারী ব্যয়ের অঙ্গীভূত নয়। সরকারের এমন সামর্থ্য নাই যে কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই যুগপৎ বহু অর্থ ব্যয় করিতে পারেন। যেহেতু অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট খাদ্যের সংস্থান করা এবং পাট ও তুলার ন্যায় কাঁচা মাল যথেষ্ট উৎপাদন করা অবশ্য প্রয়োজনীয় সেইহেতু কৃষিকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। উপরন্তু কৃষিজাত উৎপাদন বর্দ্ধিত করিতে যে পুঁজির প্রয়োজন অধিকাংশ কৃষকেরই তাহা নাই, সুতরাং সরকারের সাহায্য পর্য্যাপ্ত

হওয়া অপরিহার্য্য। পক্ষান্তরে শিল্পের উদ্যোক্তারা নিজেদের সম্বল খাটাইয়াই যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারেন। আশা করা যায় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার খাতে শিল্পের প্রসারের জন্য ব্যক্তিগত পুঁজি হইতে প্রায় ৬১৩ কোটি শিল্পের বিস্তারের জন্য পাওয়া যাইবে। সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয় ১৫৯ কোটি টাকা সমেত সর্ব-সাকুল্যে শিল্প প্রচেষ্টার জন্য অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৬৩ কোটি টাকা। এই পরিমান অর্থকে নগণ্য বলা যায় না ; কারণ আলোচ্য পঞ্চবর্ষে সর্ব্ববিধ বিস্তারের জন্য যে পরিমাণ অর্থের সংস্থান প্রত্যাশিত এই অর্থ তাহার প্রায় এক চতুর্থাংশ।

পরিশেষে ইহাও বলা যাইতে পারে যে বৈদ্যুতিক শক্তির বিস্তারের জন্য যে প্রভূত অর্থ ব্যয় হইতেছে আংশিকত তাহাকে শিল্পের প্রসারের ব্যয় বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

প্রশ্ন---শিল্পবিস্তারেব জন্য মোট কত ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে? এই ব্যয়ভারে সরকারী ও ব্যক্তিগত অনুপাত কি ?

উত্তর---দেশরক্ষা সংক্রান্ত শিল্পজনিত ব্যয় এবং মূলগত শিল্পের জন্য থোক বরাদ্দ ৫০ কোটির মধ্যে শিল্পের প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ ছাড়া আলোচ্য পরিসরের মধ্যে বৃহদায়তন শিল্প প্রচেষ্টা বাবদে মোট ৭০৭ কোটি টাকা লাগান যাইবে আশা করা যায়। এই অর্থের ৯৪ কোটি টাকা সরকার সাধারণের হিতের জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টায় নিয়োগ করিবেন ; বাকী ৬১৩ কোটি টাকা শিল্পের প্রসারের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তিগত পুঁজির পরিমাণ।

প্রশ্ন---শিল্পের উৎপাদনে কত উৎপাদন আমাদের লক্ষ্য? বর্দ্ধিত উৎপাদন শক্তির পরিমাণই বা কি?

উত্তর—পরিকল্পনার উদ্দেশ্য পুঁজিবর্দ্ধক ও যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ শিল্পের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করা। যে সব শিল্পবস্তু ভোগের উপযোগী সেই সব শিল্পে বর্ত্তমান উৎপাদন শক্তির সম্যক ব্যবহার হইলেই বর্ত্তমান হারে দেশের চাহিদা মিটাইয়া রপ্তানীর জন্য উদ্বৃত্ত রাখাও সম্ভব। সুতরাং এই সব শিল্পের উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধি অকিঞ্চিৎকর।

কয়েকটি প্রধান শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদন শক্তির প্রসার সম্পর্কে যে লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে নিম্নে সন্নিহিত তালিকা হইতে তাহা বোধগম্য হইবে :—

	মান	১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে অতিরিক্ত উৎপাদন শক্তি	১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে অতিরিক্ত উৎপাদনের পরিমাণ
(১) লোহা ও ইস্পাত			
(ক) ঢালা লোহা	১০০০ টন	১,৭৫৭	১,২৬১
(ক) ইস্পাত	,,	৬৩৫	৩৯৪
(২) সিমেন্ট	,,	২,০২৬	২,১০৮
(৩) পাট	,,	—	৩০৮
(৪) এমোনিয়ম সালফেট	,,	৪০২,৬	৪০৩·৭
(৫) এলুমিনিয়ম	টন	১৬,০০০	৮,৩০০
(৬) কস্টিক সোডা	টন	১৮,৪০০	২১,৬২৫
(৭) সলফিয়ুরিক এসিড	১০০০ টন	৭০	১০১
(৮) চিনি	,,	১০	৩৮০
(৯) কার্পাশ শিল্প			
(ক) মাকু	সংখ্যা	৩,৫০,০০০	—

(খ) সুতা	১০ লক্ষ পাউণ্ড	৫৩	৪৬১
(গ) মিলের কাপড়	১০ লক্ষ গজ	৩৫	৯৮২
(ঘ) ঁাতের কাপড়	”	----	৮৯০
(১০) সাইকেল	১০০০সংখ্যা	৪১০	৪২৯
(১১) পেট্রোলিয়াম			
(ক) পেট্রোলিয়াম হইতে লব্ধ তরল পদার্থ	১০ লক্ষ গ্যালন		৪০৩
(খ) বিটুমেন	১০০০ টন		৩৭·৫
(১২) সংবাদ পত্র ছাপাইবার কাগজ	১০০০ টন	৩০	২৭

প্রশ্ন—কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাষ্ট্র কর্ত্তৃক আবদ্ধ বিভিন্ন শিল্প পরিকল্পনার কার্য্য সমাপ্ত হইলে পরিকল্পনা কোন কোন শিল্পের প্রাধান্য কি পর্য্যায়ক্রমে স্বীকার করিয়াছেন ?

উত্তর—কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাষ্ট্র যে সব প্রচেষ্টায় রত আছেন সেগুলি সম্পূর্ণ হইলে এবং দেশরক্ষা সংক্রান্ত কতকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবার পর যে পর্যায়ক্রমে শিল্পের প্রসার অনুষ্ঠিত হইবে তাহার নির্দ্দেশ :—

(১) পাট ও প্যাকিং কাঠের ন্যায় উৎপাদন শিল্প এবং কার্পাশ বস্ত্র, চিনি, সাবান, বনস্পতি, রং ও পালিশ ইত্যাদি ভোগ শিল্পের বর্ত্তমান উৎপাদন শক্তির পূর্ণ ব্যবহার।

(২) লোহা ও ইস্পাত, এলুমিনিয়াম, সিমেণ্ট, সার, রাসায়নিক বস্তু, যন্ত্রাদি নির্মাণ ইত্যাদি পুঁজিবর্দ্ধক ও উৎপাদন শিল্পের উৎপাদন শক্তির বিকাশ।

(৩) বর্ত্তমান শিল্পব্যবস্থার ত্রুটি সাধ্যমত নিরাকরণ করিয়া যাহাতে দেশের শিল্পব্যবস্থা সুদৃঢ় হয় সেই উদ্দেশ্যে নূতন কারখানার পত্তন। যেমন জীপসম হইতে গন্ধক প্রস্তুত, রেয়ন শিল্পের জন্য রাসায়নিক বস্তু নির্মাণ।

প্রশ্ন—সরকার কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত প্রধান শিল্প প্রচেষ্টা কি কি এবং তৎকল্পে ব্যয়ের পরিমাণ কি ?

উত্তর—ক্রোরাধিক মুদ্রা ব্যয়সাপেক্ষ যে সব শিল্পপ্রচেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাদের তালিকা :—

	পরিকল্পনা প্রচেষ্টার নাম	১৯৫১ সালের ১লা এপ্রিল পর্য্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ কোটি টাকা	১৯৫১-৫৬ সালের মধ্যে ব্যয়ের পরিমাণ কোটি টাকা
(১)	সিন্দ্রি সারের কারখানা	১৮·৪	৯.০
(২)	চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিনের কারখানা	১০·২	৪·৭
(৩)	ভারতীয় টেলিফোন শিল্প	১·১	১·৩
(৪)	মহীশূর লৌহ ও ইস্পাত কারখানাব বিস্তার	২·২	২·৮
(৫)	উত্তর প্রদেশ সরকারী সিমেন্টের কারখানা	১·৫	২·৩
(৬)	মধ্য প্রদেশের নেপা মিল	২·২৫	২·০
(৭)	সিরসিল্ক লিমিটেড	৩·৮১	২·০
(৮)	সূক্ষ্ম যন্ত্রপ্রস্তুত কারখানা, দেশরক্ষা	—	—

	১৯৫৬ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ কোটি টাকা	মোট ব্যয় কোটি টাকা
(৯) লোহা ও ইস্পাত	৩০.০	৮০.০
(১০) যন্ত্র প্রস্তুত কারখানা	৯.৭৮	৯.৭৮
(১১) হিন্দুস্থান জাহাজ প্রস্তুত কারখানা	১৪.৮	১৮.১৫
(১২) ইস্পাতের রেল কামরা নির্মাণ কারখানা	৪.০০	৪.০০
(১৩) পেনিসিলিন কারখানা	২.১১	২.১১
(১৪) হিন্দুস্থান তার প্রস্তুত কারখানা	১.৩০	১.৩০
(১৫) মণ্ডি নূনের কারখানা	১.০০	১.০০
(১৬) জাতীয় যন্ত্রপাতির নির্মাণ কারখানা	১.৮৬	১.৮৬
(১৭) রাডার ও বেতার পরিকল্পনা (দেশরক্ষা)	-----	৭.০
(১৮) বৈদ্যুতিক কারখানা পরিকল্পনা (পরিকল্পনার থোক বরাদ্দ ৫০ কোটি টাকা হইতে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ)	৭.০০	২৮.০

প্রশ্ন---এ কথা বলা কি সঙ্গত হইবে যে এই সব প্রচেষ্টা অবলম্বনের ফলে বর্ত্তমানের শিল্পব্যবস্থার বৈষম্য অন্তত কতক পরিমাণে দূর হইবে ?

উত্তর---হাঁ, তা হওয়ার কথা : তবে এই উদ্দেশ্য লইয়াই পরিকল্পনা গড়া হয় নাই। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শিল্পের বিকাশ সরকারী প্রচেষ্টার সহিত সম্মিলিত হইলেই বৈষম্যের সম্পূর্ণ প্রতিকার সম্ভব।

প্রশ্ন---ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর কোন কোন শিল্প ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর---১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে রাষ্ট্র শিল্প সম্পর্কে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তদনুসারে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম, আণবিক শক্তি উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ ও রেল বিভাগের সত্ত্ব ও পরিচালনা এই কয়টি শিল্পের বিস্তার রাষ্ট্রের অধীনে সংরক্ষিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন অন্য সব ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। অন্য কয়েকটি শিল্পের ক্ষেত্রে যদিও রাষ্ট্র এগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন ইহাতে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সুযোগের অবকাশ রহিয়াছে কারণ ইহার সাফল্যের জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সহযোগিতা রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় মনে করেন। এই শিল্পগুলি কয়লা, লোহা ও ইস্পাত, বিমান প্রস্তুত, জাহাজ নির্ম্মাণ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেতার যন্ত্র নির্মাণ, ও খনিজ তৈল। দৃষ্টান্তস্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি খনিজ তৈলের প্রসার ও লোহা ও ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে প্রশ্রয় দিয়াছেন, যদিও আরও প্রসারের অধিকার রাষ্ট্রের অধীনে। এমনকি যে সব প্রচেষ্টা রাষ্ট্র অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতেও ব্যক্তিগত পুঁজির সাহায্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে এক দেশ রক্ষা সংক্রান্ত শিল্পগুলি ছাড়া শিল্পের জন্য সব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রবেশাধিকার অক্ষুণ্ণ আছে। অবশ্য ১৯৫১ সালের শিল্প (প্রসারের ও নিয়ন্ত্রণ) আইনের বিধান অনুযায়ী এই সব শিল্প কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ মানিয়া লইতে বাধ্য।

প্রশ্ন---জনসাধারণকে নিষ্পেষণ করিয়া পুঁজিবাদীর সমৃদ্ধি লাভের সহায়তা করা হইয়াছে কি ?

উত্তর—না। শিল্পের বিস্তারে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পথ প্রশস্ত হইলেও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ। শিল্প (প্রসার ও নিয়ন্ত্রণ) আইনের ১৫, ১৬ ও ১৭ ধারার বিধান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার এই সব শিল্পের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালাইবার এবং প্রয়োজনমত ইহার কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিবার অধিকার রক্ষিত করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অনুসৃত সামাজিক আদর্শের পথে পরিচালিত করা। উপরন্তু ভারতীয় কোম্পানী আইনের কয়েকটি বিধান পরিশোধিত করা হইবে যাহাতে ক্রমশ শিল্প পরিচালনা দেশের শিল্প প্রসারের ব্যাপারে সমাজ সেবার অঙ্গরূপে প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন—বৃহদায়তন শিল্পের বিস্তারে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ইন্ধন জোগাইবার প্রয়োজন আছে, পরিকল্পনা কি তাহা স্বীকার করেন?

উত্তর—বৃহদায়তন শিল্পের বিস্তারে বহু পুঁজির প্রয়োজন। কোটি কোটি টাকার ব্যাপার। রাষ্ট্রের সাহায্য ও সমর্থন ছাড়া তাহা সম্ভব নয়। রাষ্ট্র সেই সাহায্য করিতে প্রস্তুত না থাকিলে এইরূপ প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত হইতে যে আত্ম প্রসারের প্রয়োজন পুঁজির মালিকের নিকট তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। পরিকল্পনা স্বীকার করিয়াছেন যে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় শিল্প বিস্তারের কার্যে্য ব্যক্তিগত পুঁজি খাটাইবার সম্ভাবনা সফল হইলে পুঁজির মালিকদের বিশেষ কতকগুলি সুবিধা দিতে হইবে। যেমন কম হারে শক্তি সরবরাহ, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের উপর আমদানী শুল্কের হ্রাস, এবং আমদানী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা হইতে আংশিক অব্যাহাত। অবশ্য পরিকল্পনার ভাষায় 'পতি

শিল্পের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে সতর্কতার সহিত ' এই রূপ সুযোগের ব্যবহার করা হইবে।

প্রশ্ন—বিগত কয়েক বৎসরে বিদেশী মূলধন এদেশে এত কম খাটান হইয়াছে কেন? এমন অবস্থার কি সৃষ্টি হইয়াছে যাহাতে বেশী পরিমাণে বিদেশী মূলধন এখন পাওয়া যাইবে?

উত্তর—যে যে অবস্থার উপর বিদেশী মূলধনের প্রবাহ নির্ভর করে তাহার মধ্যে প্রধানতম দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা, নির্দ্ধারিত করের ভার, এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রতি রাষ্ট্রের মনোভাব। বিগত কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষে বিদেশী মূলধন প্রয়োগ যে যৎসামান্য হইয়াছে তাহার আংশিক কারণ স্বাধীনতালাভ ও দেশবিভাগের পর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিদেশে যথেষ্ট সংশয়ের উদ্ভব হইয়াছিল। সম্প্রতি টিসকো কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত লোহা ও ইস্পাত উৎপাদনের প্রসারের ব্যাপারে ও দামোদর উপত্যকা প্রতিষ্ঠানের বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের বিস্তার সম্পর্কে বিদেশ হইতে ঋণদানের ব্যবস্থার সফলতা হইতে ইহাই সূচিত হইতেছে যে বিদেশী মূলধনের মালিকেরা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইতেছেন। পৃথিবীর তিনটি বৃহত্তম পেট্রোল কোম্পানী যে এদেশে পেট্রোল সংস্কার শিল্প প্রতিষ্ঠান করিতে অগ্রণী হইয়াছেন তাহাতেই এই ইঙ্গিত সূচিত হয়। পরিকল্পনা পরিষদ প্রস্তাব করেন যে পঞ্চবর্ষের মধ্যে প্রবর্ত্তিত শিল্পগুলিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে রূপায়িত করিবার যথেষ্ট প্রয়োজন নাই। এই প্রস্তাব কেন্দ্রীয়সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ফলেও বিদেশী মূলধন খাটাইবার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে।

কুটির শিল্প

প্রশ্ন—কুটির শিল্পের প্রসারের জন্য কি ব্যবস্থা করা হইতেছে ?

উত্তর—কুটির শিল্পের প্রসারের প্রধান অন্তরায় হইল বড় বড় মিলের প্রতিযোগিতা, পুঁজির অভাব, কাঁচা মাল সরবরাহ ও উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের উপযোগী প্রতিষ্ঠানের অভাব এবং কুটির শিল্পের উন্নতি সাধন করিবার উপযোগী উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বন চেষ্টার অভাব। পরিকল্পনা স্বীকার করিয়াছেন যে দেশের অর্থনৈতিক প্রসারে কুটির শিল্পের বিশিষ্ট স্থান আছে এবং অন্যবিধ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ছাড়া আরও অতিরিক্ত শ্রমিকের সংস্থান এইগুলি হইতে হওয়া সম্ভব। যে সব কর্ম্মীরা এখন কুটির শিল্পে নিযুক্ত তাহাদের কর্ম্মের ব্যাপ্তিও সম্ভব। কুটির শিল্পগুলিকে সমধিক শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে এবং ইহাদের বিস্তারের সমর্থনে অনেকগুলি ব্যবস্থা করা হইবে। যথাঃ—

(১) কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্য অনুসন্ধান-মূলক পরীক্ষাগারের প্রতিষ্ঠা।

(২) শ্রমিকদের সমবায় সমিতি গঠন, যাহাতে যৌথ উপায়ে কাঁচা মাল ক্রয় ও উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় সহজসাধ্য হয়।

(৩) উৎপাদনের ক্ষেত্রের সীমা নির্দ্দেশ, যাহাতে কারখানাজাত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতা না করিতে হয়।

(৪) কুটির শিল্পের সুবিধার জন্য বৃহদায়তন শিল্পের উপর কর ধার্য্য করা।

(৫) সরকারী বিভাগে কুটির শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া।

কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই তিনটি সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন

(১) নিখিল ভারত খাদি ও গ্রাম্য শিল্পসমিতি
(২) নিখিল ভারত কারু শিল্প সমিতি
(৩) তাঁত সমিতি।

ইহাদের কার্য্য নিজ নিজ ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট কুটির শিল্পের বিস্তারের কার্য্যক্রম প্রস্তুত করা।

যানবাহন ও যাতায়াত

প্রশ্ন---যানবাহন ও যাতায়াতের কার্য্যক্রমে অর্দ্ধেকের অধিক ব্যয় রেলবিভাগে। ইহা কেমন করিয়া সমর্থন করা যায় ?

উত্তর---কৃষি ও শিল্পের প্রসার সম্ভব করিতে হইলে রেল বিভাগের পরিচালনা বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে এবং ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ইহার বিস্তারও অতীব প্রয়োজন। যুদ্ধের হিড়িকে বহুদিন ধরিয়া পুরাতন সাজ সরঞ্জাম বদলান সম্ভব হয় নাই। এই সব বকেয়া কাজ সারিয়া ক্রমবর্দ্ধমান যাত্রীর প্রয়োজন মিটাইতে হইলে পরিকল্পনায় নির্দ্ধারিত বিরাট ব্যয়ভার গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এমন কি রেল বিস্তারের কার্যক্রম অনুসরণ করিবার জন্য পরিকল্পনা যে ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন, সরঞ্জাম পরিবর্ত্তন বাবদে (বাৎসরিক ৩০ কোটি টাকা ব্যয় ছাড়া) তাহাতেও কুলাইবেনা এবং মূল শিল্প ও যানবাহনের জন্য যে ৫০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ হইয়াছে রেল বিভাগের জন্য তাহাতেও হাত দিতে হইবে।

প্রশ্ন---নূতন ইঞ্জিনের চাহিদা চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিনের কারখানা ও টাটা ইঞ্জিনিয়ারিং ও লোকো কোম্পানী কত খানি মিটাইতে পারিবে ?

উত্তর---১৯৫১ সালের মার্চ মাসে ১০৫০টি ইঞ্জিন পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। পরিকল্পনার কার্য্যকালের মধ্যে আরও ১০৪১ টি ইঞ্জিন খারিজ করিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে চিত্তরঞ্জন কারখানা হইতে ২৬৮ ও টাটা কোম্পানী হইতে

১৭০টি ইঞ্জিন মোট ৪৩৮টি নির্ম্মিত হইবে আশা করা যায়। ৬০০ ইঞ্জিন বিদেশ হইতে আমদানী করা যাইবে। কিন্তু বিদেশী ইঞ্জিনের প্রয়োজন ইহাতে মিটিবেনা, সুতরাং পবিকল্পনার কার্যকলাপের অন্তেও ইঞ্জিন বদলাইবার ব্যাপারে বকেয়া থাকিয়া যাইবে। ততদিন চিত্তরঞ্জন কারখানা হইতে প্রতি বৎসরে ১০০টি ও টাটা লোকো কোম্পানী হইতে ৫০টি নূতন ইঞ্জিন প্রস্তুত হইতে থাকিবে। পূর্বেকার বকেয়া না সারিতে হইলে বৎসরে গড়ে ১৯০টি পুরাতন ইঞ্জিন বাতিল করার প্রয়োজন হয়।

প্রশ্ন--তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ-সুবিধা বাড়াইবার দাবী পরিকল্পনা স্বীকার করিয়াছেন কি?

উত্তর--যাত্রীদের সুখসুবিধা বাড়াইবার জন্য পরিকল্পনা ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। ইহার অধিকাংশই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কল্যাণে ব্যয় হইবে।

প্রশ্ন--শিল্পের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মাল ও যাত্রী চলাচলের যে বিস্তার ঘটিবে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে কি?

উত্তর--শিল্পের বিস্তার ঘটিত যাত্রী চলাচলের যে স্ফীতি ঘটিবে তাহা সামলাইবার কিছু ব্যবস্থা রেল বিভাগেব কার্যক্রমে অবলম্বিত হইয়াছে। রেলবিভাগের উপর নূতন শিল্প প্রচেষ্টার প্রভাব কি ভাবে পরিলক্ষ্যিত হয় একটি মাত্র বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা বোধগম্য হইবে। সিন্দরী সারের কারখানার কল্যাণে প্রতিদিন বিকানীরে অবস্থিত খনি হইতে ১০০০ টনের অধিক জীপসম মাল-গাড়ীতে করিয়া পৌঁছাইয়া দিতে হয়। অর্থাৎ পুরা একখানি মালগাড়ী এই কাজেই লাগাইতে হয়। যাত্রী বা মাল যাতায়াতের পরিমাণ বাড়াইতে হইলে শুধু যাত্রী বা মাল গাড়ীর সংখ্যা বাড়াই-

লেই চলে না। বিভিন্ন উপায়ে লাইনের বিস্তারের প্রয়োজন। পুরাতন গাড়ী বদলাইবার বকেয়াই এত জমিয়া আছে যে সেই প্রয়োজন মিটাইয়া নূতন মাল বা যাত্রী গাড়ীর সংখ্যাবৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে না। তবে এইরূপ সঙ্কল্প করা হইয়াছে যে শিল্পের প্রসার ঘটিত রেলের বিস্তারের চাহিদা মিটাইবার জন্য মূল শিল্প ও যানবাহন খাতে যে ৫০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা হইতে কিছু ব্যবস্থা করা হইবে।

প্রশ্ন---জাহাজে মাল সরবরাহ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের দুইটি প্রধান লক্ষ্য, সমুদ্রের উপকূলে এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে মাল চালানের কাজে শুধু (১) ভারতীয় জাহাজই ব্যবহার করা হইবে, (২) বিদেশের সহিত বাণিজ্যের কাজেও ভারতীয় জাহাজ অধিকতর সংখ্যায় নিযুক্ত হইবে। পরিকল্পনা এই লক্ষ্য সাধিত করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন?

উত্তর----উপকুল বাণিজ্য ভারতীয় জাহাজের একচেটিয়া করিতে হইলে এইরূপ বাণিজ্যে নিযুক্ত ভারতীয় জাহাজের মালবহন শক্তি ২ লক্ষ টন হইতে ৩ লক্ষ টন করিতে হইবে। পরিকল্পনা এই উদ্দেশ্যে উপকূল বাণিজ্যে নিযুক্ত ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন যাহাতে তাহারা আরও ৬৫০০০ টন পরিমাণ মাল বহন করিতে পারে। ইহা ছাড়া, বিশাখাপত্তনম্ কারখানায় প্রস্তুত জাহাজ হইতেও কিছু জাহাজ উপকূল বাণিজ্য বিস্তারের কাজে ও পুরাতন জাহাজের স্থানপূরণের জন্য লাগান হইবে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় হিন্দুস্থান জাহাজ প্রস্তুত কোম্পানীর জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহার মধ্যেই বিভিন্ন জাহাজী প্রতিষ্ঠানকে অল্প সুদে ঋণদানের ব্যবস্থাও আছে যাহাতে ঐ সব

প্রতিষ্ঠান বিশাখাপত্তনমে প্রস্তুত জাহাজ বিনা আয়াসে কিনিয়া লইতে পারে।

বিদেশের সহিত বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজের ব্যাপকতর নিয়োগ সম্পর্কে পরিকল্পনা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ১,১০,০০০ টন পরিমাণ মালবহনের উপযোগী জাহাজ ক্রয় করিবার জন্য ঋণ-দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মালবহনের শক্তি ঐ পরিমাণে বর্দ্ধিত হইলে ভারতীয় জাহাজের পক্ষে বিদেশী বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হইবে।

প্রশ্ন---দেশখণ্ডনের পর ভারতবর্ষে নূতন বন্দরের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজনীয় হইয়াছে কেন?

উত্তর---রাজস্থান, পূর্ব পাঞ্জাব ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের প্রয়োজন পূর্বে করাচী মিটাইত। করাচী হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে যে যে সব মাল পূর্বে করাচী হইতে আমদানী রপ্তানী হইত তাহার কতক চাপ বোম্বাই বন্দরের উপর পড়ে। করাচী বন্দর হইতে যে সব মাল প্রবাহিত হইত তাহাদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই কাঁদলা বন্দরের প্রতিষ্ঠা। ১৯৫৬ সালের মধ্যে এই বন্দরে বাৎসরিক ৮,৫০,০০০ টন মাল আমদানী রপ্তানী করা যাইবে।

প্রশ্ন---ভারতবর্ষে পেট্রোল পরিস্রুতির কারখানা খোলা হইতেছে। পরিকল্পনা এই প্রসঙ্গে বন্দরের সুবিধার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?

দুটী কারখানার জন্য ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বোম্বাইয়ের সন্নিহিত ট্রম্বে দ্বীপে বন্দর ও মালসরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। তৃতীয় কারখানাটি বিশাখাপত্তনমে প্রতিষ্টিত হইবে। এই সম্পর্কে চুক্তিপত্র সম্প্রতি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ইহার জন্য বিশেষ কোনও ব্যবস্থা করা হয় নাই; তবে স্থির হইয়াছে এই কারখানা সম্পর্কিত

বন্দরের জন্য যে ব্যয় হইবে মূল শিল্প ও যানবাহনের জন্য বরাদ্দ থোক ৫০ কোটি টাকা হইতে তাহার সঙ্কুলান হইবে।

প্রশ্ন—পরিকল্পনার আওতায় প্রধান বন্দরগুলির বিস্তারের জন্য কি কি করা হইবে?

উত্তর—কলিকাতা বন্দরে গার্ডেন রীচ জেটি পুনরায় নির্মিত হইবে। কুলির সাহায্যে কয়লা মজুত করিবার জন্য দুটী গুদাম ও খনিজ ধাতু কলের সাহায্যে মজুত করিবার জন্য একটি গুদাম প্রস্তুত করা হইবে। মালগাড়ী ও ইঞ্জিন ক্রয়, এবং উপত্যকা পরিকল্পনা উপলক্ষ্যে আমদানী ভারী কলকব্জা ও সরঞ্জাম উঠাইবার একটি কপিকল ক্রয় করার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

বোম্বাই বন্দরের উন্নতির জন্য যে সব কার্য্য করা হইবে তাহার মধ্যে প্রধান প্রিন্সেস ও ভিক্টোরিয়া ডক দুটীকে কালোপযোগী করা, এই ডক দুটীর গুদাম গুলির পুনর্নির্ম্মাণ এবং আলেগজাণ্ড্রা ডকে বৈদ্যুতিক কপিকলের প্রতিষ্ঠা।

মান্দ্রাজ বন্দরের কার্য্যক্রমের অন্তর্গত ২ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ডকের ব্যবস্থা ও সারা বৎসর ব্যবহার করা যায় পেট্রোল রাখিবার জন্য এমন দুটি গুদামের ব্যবস্থা।

কোচিন বন্দরের কার্য্যক্রমে সাধারণ মাল রাখিবার গুদামের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

প্রশ্ন—বিভিন্ন বিমান প্রতিষ্ঠানগুলিকে সংঘবদ্ধ করিতে পরিকল্পনা কেন প্রয়াসী হইয়াছেন? ইহাদের কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে কি?

উত্তর—অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে বর্ত্তমানে বিমান যাত্রীর সংখ্যা ও বিমান পথ অবলম্বন করিবার প্রয়োজন বিচার করিলে বিমান কোম্পানীগুলির পক্ষে লাভ করা অসম্ভব। বিমান যান অনুসন্ধান সমিতি এই প্রতিষ্ঠানগুলির পুর্নগঠন সম্পর্কে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহা অনুসৃত না হওয়ায় পরিকল্পনা পরিষদ বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটি সংঘে রূপায়িত করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। ইহার ফলে এই প্রয়োজনে ব্যবহৃত বিমানের সংখ্যার সঙ্কোচ ঘটিবে এবং কর্ম্মচারী নিয়োগ ও পরিচালনার ব্যয়েরও লাঘব হইবে।

বর্ত্তমানের প্রতিষ্ঠানগুলির পুঁজি ক্রয় করিবার জন্য সংঘ উচিত মূল্য দিবেন। পুঁজির বিনিময়ে নূতন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ইচ্ছা করিলে পূর্বতন কোম্পানীর মালিকেরা কিনিতে পরিবেন।

প্রশ্ন—গ্রাম্যজীবনের অনুন্নত অবস্থার জন্য বহুলাংশে রাস্তার অভাব দায়ী। পরিকল্পনা কি গ্রামবাসীদের স্বকীয় প্রচেষ্টায় রাস্তা নির্ম্মাণে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন?

উত্তর—গ্রামবাসীদের স্বীয় চেষ্টায় গ্রাম উন্নয়নের কার্য্যক্রমে স্বেচ্ছায় রাস্তানির্ম্মাণের কার্য্যকে বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইয়াছে। মোটামুটি আন্দাজ করা যায় গ্রাম উন্নয়নের বিভিন্ন কেন্দ্রের পরিসরের মধ্যে পঞ্চবর্ষে ১৬০০০ হইতে ১৭০০০ মাইল কাঁচা রাস্তা নির্ম্মিত হইবে। এই পরিসরের বাহিরেও রাস্তা নির্ম্মাণের কার্য্যে গ্রামবাসীরা স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হইবে আশা করা যাইতেছে। গ্রাম্য অঞ্চলে এইরূপ কার্য্যে গ্রামবাসীদের উৎসাহিত করিবার জন্য যে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে সেই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন।

প্রশ্ন—গ্রাম্য অঞ্চলে রাস্তানির্ম্মাণ ছাড়া জাতীয় রাজপথগুলি ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধীনে রাজপথগুলির বিস্তারের জন্য কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে?

উত্তর—জাতীয় রাজপথ প্রসঙ্গে, যে ২২০ মাইল বিস্তারের নূতন পথ ও ১৮ টি বড় পোলের কার্য্য চলিতেছে তাহা সম্পূর্ণ করিয়া আরও প্রায় ৪৫০ মাইল বিস্তারের নূতন পথ ও ৪৩টি বড় পোল নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা পরিকল্পনায় করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া প্রায় ২২০০ মাইল বিস্তারের জাতীয় রাজপথের সংস্কার করা হইবে। এই কার্য্যের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ পরিকল্পনার কার্যকালের পরিধির মধ্যে সম্পন্ন হইবে।

রাষ্ট্রীয় রাজপথের প্রসঙ্গে পরিকল্পনা যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার ফলে 'ক' শ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রসমূহে রাজপথের বিস্তার ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে ১০,০০৭ মাইল হইতে বাড়াইয়া প্রায় ১২,৪৫৩ মাইল করা হইবে; 'খ' শ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রসমূহে ৭,৫৮৮ মাইল হইতে ৮,১২৯ মাইল। 'গ' শ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রগুলিতেও বহু নূতন পথ নির্ম্মিত হইবে যাহাতে অধুনা দুরধিগম্য অঞ্চলগুলিও সুগম হয়।

গৃহ-নির্ম্মাণ

প্রশ্ন—ভারতবর্ষে বাসগৃহের স্বল্পতার প্রধান কারণ কি কি ?

উত্তর—বিগত ৩০ বৎসরে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা দ্রুত বর্দ্ধিত হইতেছে। এই সময়ের মধ্যে অর্থকর বৃত্তি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সন্ধানে বহু লোক গ্রাম্য অঞ্চল হইতে সহর নগরে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই কারণে নগর অঞ্চলে বাসগৃহের যে অভাব সূচিত হয় যুদ্ধের সময় গৃহনির্ম্মাণের উৎসাহ স্তিমিত হওয়ায় ও যুদ্ধোত্তর কালে দেশখণ্ডনের ফলস্বরূপ গৃহচ্যুত বহু নরনারীর সমাগমে সেই অভাব তীব্ররূপে লক্ষিত হয়।

প্রশ্ন—গৃহের স্বল্পতার প্রতিকারকল্পে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাষ্ট্র কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন ?

উত্তর—পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান হইতে উৎখাত নরনারীর আশ্রয়ের জন্য সরকার কতকগুলি নগর ও উপনিবেশের পত্তন করেন। হাল হিসাব হইতে দেখা যায় পশ্চিম পাকিস্তানের শরণার্থীদের জন্য প্রায় ১ লক্ষ ও পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তুহারাদের জন্য দেড় লক্ষেরও অধিক গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

বোম্বাই ও উত্তর প্রদেশ প্রমুখ কতকগুলি রাষ্ট্রে স্থানীয় সমস্যার সমাধানের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইয়াছে। এই সব প্রতিষ্ঠান কতকগুলি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। যেমন, বোম্বাই ও কানপুরে প্রধানত কারখানার শ্রমিক ও নিম্নবিত্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়ের

জন্য কতকগুলি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। পরিকল্পনা পরিষদের পরামর্শ অনুসারে ১৯৫২ সালে ভারত সরকারের পূর্ত্ত ও গৃহনির্ম্মাণ দপ্তর একটি কার্যক্রমের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন যাহাতে শ্রমিকদের গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য সরকারের অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

প্রশ্ন--গৃহনির্ম্মাণের যে কার্য্যক্রম সরকার অবলম্বন করিয়াছেন তাহার পরিমাণ কি এবং কত লোক ইহাতে উপকৃত হইবে?

উত্তর---পরিকল্পনার কার্যকালের মধ্যে শ্রমিকদের গৃহনির্ম্মাণের কার্য্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কোষ হইতে ৩৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে

কারখানার শ্রমিকদের বাসগৃহ নির্ম্মাণের সুবিধার জন্য এই তহবিল হইতে বিভিন্ন প্রাদেশিক রাষ্ট্র, কারখানার মালিক, এবং শ্রমিক সমবায়ীদের এককালীন সাহায্য ও ঋণ দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই অর্থের সাহায্যে পাঁচ বৎসরে ৭০ হইতে ৮০ হাজার গৃহ নির্ম্মিত হইবে আশা করা যায়।

প্রশ্ন---শ্রমিকদের বাসনির্ম্মাণের সহায়তা কিরূপে করা হইবে?

উত্তর---নিম্নবিত্তদের জন্য তাহাদের সাধ্যায়ত্ত ভাড়ায় বাড়ী প্রস্তুত করা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়া রাষ্ট্রকে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সাহায্য ও ঋণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিকদের গৃহনির্ম্মাণের পরিকল্পনা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাষ্ট্রকে অর্থসাহায্য ও ঋণদান করিবেন। প্রাদেশিক রাষ্ট্র আবার সেই অর্থ সরকারী গৃহনির্ম্মাণ পরিষদে ন্যস্ত করিবেন। ইহার ফলে ছোট সহরে উর্দ্ধ সংখ্যায় ২৭০০ টাকা ব্যয়ে ও বড় সহরে ৪৫০০ টাকা ব্যয়ে শ্রমিকদের জন্য বাসগৃহ নির্ম্মিত হইবে। এই তহবিল হইতেই কারখানার মালিক ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থসাহায্য ও ঋণ দেওয়া হইবে। এই সাহায্যের পরিমাণ মোট

ব্যয়ের শতকরা ২৫ হইতে ৩৭ ভাগ পর্যন্ত। অবশ্য সর্বোচ্চ সাহায্যের একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা থাকিবে।

প্রশ্ন—গৃহনির্ম্মাণ পরিকল্পনায় বস্তি অপসারণের কোনও ব্যবস্থা করা হইয়াছে কি ?

উত্তর—গৃহনির্ম্মাণ পরিকল্পনার অচ্ছেদ্য অঙ্গ বস্তি অপসারণ; সুতরাং নূতন গৃহনির্মাণ ও জীর্ণ বাসগৃহ অপসারণ একই সঙ্গে চলিবে। পরিকল্পনা পরিষদ স্থির করিয়াছেন যে গৃহনির্ম্মাণের জন্য যে সাড়ে ৩৮ কোটি টাকার বরাদ্দ রহিয়াছে আলোচ্য পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাহা হইতে কতক পরিমাণ অর্থ ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট বা অন্যবিধ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে বস্তিগুলি অধিকার ও অপসারণের জন্য ঋণ দেওয়া হইবে। পরিষদ আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে যেহেতু বস্তিগুলি অধিকার করা এই রূপ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আবশ্যিক, ক্ষতিপূরণকল্পে আর কোনও অর্থ দেওয়া হইবে না।

প্রশ্ন—গ্রাম্য অঞ্চলে বাসগৃহের উন্নতির জন্য কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে ?

উত্তর—প্রাদেশিক রাষ্ট্রগুলি বিবিধ গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যক্রমে ১০ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। পরিকল্পনা পরিষদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে এই অর্থ পরিকল্পনার কার্য্যকালের মধ্যে গ্রাম্য অঞ্চলে বাসগৃহের উন্নতি সাধনের কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া বিধেয়। সুতরাং আশা করা যায় এই অর্থ হইতে গ্রাম্য অঞ্চলের বাসগৃহের উন্নতি হইবে এবং উপযুক্ত পানীয় জল, জলচলাচলের ব্যবস্থা এবং কোনও কোনও গ্রামে পাকা রাস্তা ইত্যাদি সুবিধার ব্যবস্থা করা যাইবে। গ্রাম উন্নয়ন পরিচালকমণ্ডলীও তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পরিধির মধ্যে বাসগৃহের উন্নতিকে তাঁহাদের কার্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

স্বাস্থ্য

প্রশ্ন---গ্রাম ও নগরে পানীয় জল সরবরাহ ও জল চলাচলের ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হইয়াছে কি ?

উত্তর---ব্যবস্থা যাহা করা হইয়াছে তাহা অপ্রচুর না হইলেও যে বিরাট ব্যয়ের প্রয়োজন তাহাতে অপর্য্যাপ্তই থাকিয়া যাইবে। প্রাদেশিক রাষ্ট্রগুলি তাঁহাদের পরিকল্পনায় জলসরবরাহ ও নর্দ্দমা নির্ম্মাণের বাবদে ২৩ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা নগর অঞ্চলের জন্য এবং ১১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা গ্রাম্য অঞ্চলের জন্য। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনায় আঞ্চলিক কর্ত্তৃপক্ষদের আঞ্চলিক বিস্তারের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য ৩০ কোটি টাকা ঋণ দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ন্যূনাধিক ১০ কোটি টাকা জল সরবরাহের উন্নতির জন্য পাওয়া যাইবে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সাধারণের নিকট হইতে অর্থসাহায্য বা সেবাব্রত লাভ করিলে এই কার্য্যের আরও প্রসার সম্ভবপর হইবে।

প্রশ্ন---সমগ্রদেশে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হইবে শোনা যায়। কি উপায়ে ?

উত্তর---যে কার্য্যক্রম নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার দুইটি অবলম্বন। গ্রাম্য অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার জীবাণুনাশক তরল পদার্থের ব্যবহার এবং ম্যালেরিয়া উপশমের ঔষধ ব্যবহার। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য পরিচালকমণ্ডলীর কর্ত্তৃত্বে ও পরিচালনায় ১২৫ টি ম্যালেরিয়া নিবারণ সংঘ এই কার্য্যে

প্রবৃত্ত হইবেন। সমগ্র কার্য্যক্রমের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব থাকিবে। এই পরিকল্পনার বিধান অনুযায়ী (পরিকল্পিত ডি, ডি টি প্রস্তুত কারখানা ছাড়াও) আর একটি ডি, ডি, টি সরবরাহ করার কারখানার ব্যবস্থা করা হইয়াছে যাহাতে স্বল্পতর মূল্যে পর্য্যাপ্ত ডি, ডি, টি সরবরাহ করা যায়। এই কার্য্যক্রম অবলম্বন করিতে তিন বৎসরে ১৫ কোটি টাকা ব্যয় নির্বাহ করিতে হইবে। ইহার মধ্যে ৫ কোটি টাকার সংস্থান করিবেন প্রাদেশিক রাষ্ট্রগুলি। বাকী ১০ কোটি টাকার ব্যবস্থা টিসিএ'র সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় সরকার করিবেন।

প্রশ্ন—যক্ষ্মারোগের প্রতিকার কি উপায়ে করা হইবে?

উত্তর—"বিশ্বস্বাস্থ্য সংঘ" এবং 'রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক শিশুমঙ্গল ভাণ্ডার" এর সহযোগিতায় সমগ্র দেশে বিসিজি কার্য্যক্রম অনুষ্ঠিত হইবে এইরূপ সঙ্কল্প করা হইয়াছে। যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর সংখ্যা বর্তমানে বৎসরে প্রায় ৫ লক্ষ। এই ব্যবস্থায় ১৫।২০ বৎসরের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা একপঞ্চমাংশ হইয়া দাঁড়াইলে ব্যাধির প্রতিকারের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থায় যথেষ্ট ব্যয়- সঙ্কোচ সম্ভব হইবে অর্থাৎ রোগীদের হাঁসপাতালে পৃথক ভাবে থাকিবার ব্যবস্থা করিবার এবং রোগের পরিচর্য্যার জন্য ব্যয়ের লাঘব হইবে।

স্বাস্থ্যনিবাস, হাঁসপাতাল, পরীক্ষাগার, হাঁসপাতালে রোগীর জন্য স্থানের ব্যবস্থা এবং বিসিজি টীকা দিবার কর্মচারী নিয়োগ এই সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাষ্ট্রগুলি যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করিয়াছেন। যক্ষ্মা রোগের প্রতিরোধ, রোগের নির্দ্ধারণ ও প্রতিকারের জন্য পরীক্ষাগারের প্রতিষ্ঠাকে সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। রোগাক্রান্ত গৃহে প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বনের সহায়তা বিধানকেও প্রধান কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। দিল্লী, পাটনা এবং ত্রিবন্দরমে তিনটি শিক্ষা ও পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে। অন্যত্রও এইরূপ আরও কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে যক্ষ্মা রোগের নিবারণকল্পে বিভিন্ন ব্যবস্থার যে প্রসার আশা করা যায় নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহা বোধগম্য হইবে।

	১৯৫১-৫২		১৯৫৫-৫৬	
	পতিষ্ঠানের সংখ্যা	রোগীর সংখ্যা	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	রোগীর সংখ্যা
স্বাস্থ্যনিবাস	৩৭	৪,১৬১	৪৬	৫,৬৮৬
হাসপাতাল	৪৮	৩,০৭৭	৫০	৪.৮১৪
পরীক্ষাগার	১২৭	২,৩২৩	১৮০	২,৮৬২
বি সি জি কর্ম্মীসংঘের সংখ্যা		৭৩		১৩৭

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাষ্ট্রগুলির কার্যক্রম অবলম্বন করিতে সর্বসাকুল্যে ৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

প্রশ্ন---শুশ্রূষা করিবার উপযুক্ত বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মীর ও রোগীদের হাঁসপাতালে থাকিবার স্থানের অভাব। ইহার প্রতিকারের জন্য পরিকল্পনা কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন?

উত্তর---চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় সাড়ে ৬ কোটি টাকা ও প্রাদেশিক রাষ্ট্রগুলি প্রায় ১৪ কোটি টাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার যে কার্যক্রম অবলম্বন করিয়াছেন একটি নিখিল ভারত চিকিৎসা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা তাহার অন্তর্ভুক্ত। এই কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উত্তরস্নাতক শিক্ষা ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হইবে। রাষ্ট্রীয় কার্য্যক্রমের বিধান

অনুসারে, কতকগুলি চিকিৎসা বিদ্যালয়ের বিস্তার সাধিত হইবে এবং শুশ্রূষাকারিণী, ধাত্রী এবং কম্পাউণ্ডার ইত্যাদি চিকিৎসা কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্ম্মীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে ১৯৫১-৫২ সালে প্রতি বৎসর শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মীর সংখ্যার তুলনায় ১৯৫৫-৫৬ সালে যে সংখ্যা আশা করা যায় নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

শিক্ষিত কর্ম্মীর সংখ্যা	১৯৫০-৫১ সালে	১৯৫৫-৫৬ সালে	শতকরা বৃদ্ধির হার
চিকিৎসক	২,৫০৪	২,৭৮২	১১·১
কম্পাউণ্ডার	৮৯৪	১,৬২১	৮১·৩
শুশ্রূষাকারিণী	২,২১২	৩,০০০	৩৫·৬
ধাত্রী	১,৪০৭	১,৯৩২	৩৭·৩
বৈদ্য ও হাকিম	৯১৪	১,১১৭	২২·২

হাঁসপাতাল ও ঔষধালয় প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাষ্ট্রগুলি ২৪ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কার্য্যক্রম অবলম্বন করিবেন। হাঁসপাতাল ও ঔষধালয়ের বিস্তার এবং হাঁসপাতালে রোগীর থাকিবার স্থান যে হারে বর্দ্ধিত হইবে আশা করা যায় নিম্নলিখিত তালিকাতে তাহার নির্দ্দেশ :---

	১৯৫০-৫১ সালে	১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে	শতকরা বৃদ্ধির হার
হাঁসপাতালের সংখ্যা	২,০১৪	২,০৬২	২·৪
ঔষধালয়ের সংখ্যা (নগরে)	১,২৫৮	১,৬৯৫	২৪·৮
,, ,, (গ্রামে)	৫,২২৯	৫,৮৪০	১১·৬
হাঁসপাতালে শয্যার সংখ্যা	১০৬,৪৭৮	১১৭,২২২	১০·১
ঔষধালয়ে ,, ,, (নগরে)	২০১৩	২,২৩৩	১১·৪
,, ,, ,, (গ্রামে)	৫,০৬৬	৫,৫৮২	১০·২

প্রশ্ন—ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিকে উৎসাহিত করা হইয়াছে কি?

উত্তর—ভারতীয় ও অন্যবিধ ভেষজ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালাইবার জন্য ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ভারত সরকার জামনগরে ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনুশীলনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা মঞ্জুর করিয়াছেন। দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্য শিক্ষার ব্যাপারেও যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। প্রাদেশিক রাষ্ট্রগুলি আয়ুর্বেদ প্রমুখ দেশীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষার ব্যপদেশে ৯৫,২৩,০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। হাঁসপাতাল, ঔষধালয় ইত্যাদির জন্য ১ কোটি ৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইযাছে।

আমাদের দেশে বহু প্রকার ওষধি জন্মে। সে গুলির সদ্ব্যবহারের জন্য ভারত সরকার বহু উপায় অবলম্বন করিযাছেন। ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ অনুকূল ক্ষেত্রে ওষধির চাষের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে একটি সমিতি গঠিত করিয়াছেন। উত্তর প্রদেশ ও কাশ্মীর রাষ্ট্রেও এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিষদ লখনউয়ে একটি ভেষজ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই পরীক্ষাগারে প্রচলিত ওষধি সম্বন্ধে পরীক্ষা চালাইয়া বিভিন্ন ওষধির রাসায়নিক গুণ এবং তাহাদের প্রতিষেধক শক্তি ও বিশুদ্ধির মান নির্দ্ধারিত হইবে। ভারত সরকার ভেষজ-তালিকা প্রণয়নের জন্য একটি সমিতি গঠিত করিয়াছেন। এই তালিকায় আধুনিক প্রচলিত রাসায়নিক ভেষজ সম্বন্ধে পুস্তিকা নিবদ্ধ হইবে। উপরন্তু ভারতীয় ওষধির বিবরণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

প্রশ্ন—পরিবারের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন কেন অনুভূত হইয়াছে? স্বাস্থ্য দপ্তরের কার্য্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য কি?

উত্তর —দেশের পরিমিত সম্পদ ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার চাপে বিপন্ন। এই কারণে পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের আশু প্রয়োজন লক্ষ্যিত হইয়াছে। চিকিৎসার উন্নতির ফলে মৃত্যুর হার কমিয়াছে ; কিন্তু জন্মের হার সমানই থাকিয়া গিয়াছে। সুতরাং জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটিলে জন্মের হার কমিয়া যায় ; পক্ষান্তরে জনসংখ্যা অপ্রতিহত গতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে জীবনযাত্রার উন্নতির অন্তরায় ঘটে। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যায় ব্যাপক ভাবে পরিবার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন সাধারণ লোকের কাছে প্রত্যক্ষ না হইলে *জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। পরিবার নিয়ন্ত্রণ বা দীর্ঘ অবকাশের পর সন্তানদের আবির্ভাব জননীর স্বাস্থ্য ও সন্তানদের পালন ও শিক্ষার অনুকূল।* স্বাস্থ্যবিভাগের কার্য্যক্রমে এই উদ্দেশ্য পালিত হওয়া বিধেয়।

স্বাস্থ্যবিভাগের পরিকল্পনা ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিম্নলিখিত কার্য্যক্রমের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন :—

(১) সরকারী হাঁসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিবাহিত ব্যক্তিদের জন্ম নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার ব্যবস্থা।

(২) জনসমাজের বিভিন্ন স্তরে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার পদ্ধতিগুলি কত খানি বিধেয়, গ্রহণীয় ও কার্য্যকর তাহা নির্দ্ধারিত করিবার জন্য পরীক্ষা।

(৩) জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিতে জনসমাজকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।

(৪) জনসমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে জন্ম সংক্রান্ত তথ্য

সঙ্কলন এবং পরিবারের আয়তন সম্পর্কে জনসমাজের মনোভাব এবং উদ্দেশ্যের নির্ণয়।

(৫) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তন, এবং জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচার।

(৬) (ভারতে ও অন্যত্র অনুসৃত বৈজ্ঞানিক রীতিসম্মত) জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ফলাফল সম্বন্ধে তথ্যের সঙ্কলন ও অনুশীলন, এবং সেই তথ্য কর্ম্মীদের অধিগম্য করা।

(৭) প্রজনন এবং তাহার নিরোধের শারীরতত্ত্ব ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে কি রূপ তাহার অনুশীলনের জন্য গবেষণা।

শিক্ষা

প্রশ্ন—শিক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা প্রচলিত তাহা যথেষ্ট নয় বলিয়া স্বীকৃত। পরিকল্পনা শিক্ষার বিস্তারের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাহার ফলাফল কি হইবে ?

উত্তর—শিক্ষার বিস্তারের জন্য পরিকল্পনা অনেক বেশী ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। অন্যাবিধ প্রতিষ্ঠান যে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন তাহা না ধরিলেও পরিকল্পনা ১৫১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। অর্থাৎ বৎসরে ৩০ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা প্রবর্ত্তিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে ১৯৫০-৫১ সালের শিক্ষার জন্য মোট ৬৩ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১৯ কোটি ৫৫ লক্ষ বিস্তারের কার্য্যে ব্যয় হইয়াছিল ধরা যাইতে পারে। বিস্তারের কার্য্যে বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ ১৯ কোটি ৫৫ লক্ষ হইতে বাড়িয়া ৩০ কোটি ৩৩ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ বাৎসরিক ব্যয় শতকরা প্রায় ৫৫ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমস্যার আয়তনের কথা চিন্তা করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে এ ব্যবস্থা মোটেই যথেষ্ট নয় ; তবে আশা করা যায় সরকারী তহবিলের উপর নির্ভর করা ছাড়াও জনসাধারণ অর্থ, জমি, কায়িক শ্রম এবং ঘরবাড়ী দিয়া এই প্রচেষ্টার সাহায্য করিবেন।

পরিকল্পনা পরিষদ মনে করেন পরিকল্পনার কার্য্য কালের অন্তে মোটামুটি নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলিতে উপনীত হওয়া সম্ভব :-

(১) ১৯৫০-৫১ সালে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাদের মধ্যে শতকরা ৪৪·৫ জন প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে। এই হার শত করা ৬০ করা যাইবে।

(২) ১৯৫০-৫১ সালে ১১ হইতে ১৭ বৎসর বয়স্ক শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল শতকরা ১১। এই হার ১৫তে দাঁড়াইবে।

(৩) সামাজিক শিক্ষার ব্যাপারে ১৪ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক নরনারীদের শতকরা ৩০ জনকে ব্যাপকতর অর্থে সামাজিক শিক্ষাদান করা যাইবে।

উচ্চতর শিক্ষার কোনও লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; কারণ শিক্ষার এই সমস্যা প্রধানত সংগঠনমূলক, বিস্তারে ইহার সমাধান হইবে না।

প্রশ্ন—অধুনা প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির সম্পর্কে বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়াছে। পরিষদ এই পদ্ধতির সংস্কার সম্বন্ধে কি উপায় বিধান করিয়াছেন?

উত্তর—আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির অন্যতম প্রধান ত্রুটি এই যে এই শিক্ষায় কেতাবী বিদ্যা ও সাহিত্যশিক্ষার উপর অতিরিক্ত ঝোঁক দেওয়া হয় অথচ সাধারণ বুদ্ধি ও তৎপরতার বিকাশের কোনও সুযোগ ইহাতে নাই। সুতরাং পরিষদ প্রস্তাব করিয়াছেন যে সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষালয় বুনিয়াদী শিক্ষালয়ে রূপান্তরিত হইবে। এই শিক্ষালয়ে প্রতি শিক্ষার্থীর সমগ্র ব্যক্তিত্বের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের পক্ষে অপরিহার্য্য কোনও একটি বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হইবে। শিক্ষার সমস্ত পর্য্যায়ে কায়িক শ্রমসাধ্য যে কোন বৃত্তিকে শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। এইরূপ

শিক্ষার অনুশীলন করিবার জন্য একটি গ্রাম্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সঙ্কল্পিত হইয়াছে। এইখানে আহৃত অভিজ্ঞতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন পদ্ধতি অবলম্বনের ব্যাপারে সহায় হইবে। পরিকল্পনা যুবক শিবির প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। পরিকল্পনার লক্ষ্য যে (স্বাস্থ্যের অজুহাতে ছাড়পাওয়া ছাড়া) ১৮ হইতে ২২ বৎসর বয়সের সমস্ত শিক্ষার্থীদের শেষ পর্য্যন্ত ৬ মাস হইতে এক বৎসর কাল কায়িক পরিশ্রম ঘটিত কোনও বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। স্বেচ্ছায় যোগ দিতে প্রস্তুত এইরূপ ছোট ছোট সমষ্টি লইয়া এই পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

প্রশ্ন—বর্ত্তমানে সমাজের বিভিন্ন স্তরে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ বিষয়ে তীব্র বৈষম্য রহিয়াছে। এই বৈষম্যের প্রতিকার কল্পে পরিষদ কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?

উত্তর—পরিষদ যে প্রণালী সমর্থিত করিয়াছেন তাহার ফলে শিক্ষার ব্যাপারে অর্থ এমন ভাবে বণ্টন করা হইবে ও ইহার পরি-চালনা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইবে যাহাতে প্রদেশে প্রদেশে অবস্থার বৈষম্য ক্রমশ বিদূরিত হয়।

শিক্ষার প্রসার ব্যাপারে গ্রাম্য অঞ্চলের ব্যক্তিরা এখনও অবহেলিত, পরিষদ তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং তদনুসারে গ্রামবাসীদের জন্য প্রাক্-বিদ্যালয়, মৌলিক ও সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থায় বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। পরিষদ আরও প্রস্তাব করিয়াছেন যে পরিকল্পনার কার্য্যকলাপের মধ্যে অন্তত একটি গ্রাম্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিধেয়। কারণ গ্রামে উচচশিক্ষার প্রবর্ত্তন সম্পর্কে এখানে পরীক্ষা সম্ভব হইবে। পরিষদের সঙ্কল্প গ্রাম্য অঞ্চলে এমন কতকগুলি শিক্ষাকেন্দ্র

প্রতিষ্ঠিত করা যেখানে গ্রামবাসী কারুশিল্পীরা উন্নততর পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিতে পারে। অনুন্নত জাতি ও তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় শিক্ষা সম্বন্ধে পরিষদ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

নারীশিক্ষা যে বিশেষ অগ্রসর হয় নাই তাহাও পরিকল্পনা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন যে লোকশিক্ষার সহায়তায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বালকবালিকার সহ-শিক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণের বিরূপতা দূর করিতে হইবে। কারণ অর্থনৈতিক কারণেই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পৃথক বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার পর্য্যায়ে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় সহ-শিক্ষা সমীচীন না হইতে পারে; সুতরাং এই পর্য্যায়ে বালিকাদের জন্য পৃথক শিক্ষালয় স্থাপনের ব্যবস্থা সমর্থিত হইয়াছে। ইহাও প্রস্তাবিত হইয়াছে যে আমাদের স্ত্রীজাতির বিশেষ অবস্থা দৃষ্টে তাহাদের গৃহে পাঠশিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে এবং বিদ্যালয়ে না পড়িয়াও পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবার অনুমতি দিতে হইবে।

প্রশ্ন---বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি পরিষদের মনোভাব কি? সাধারণ শিক্ষা ও বুনিয়াদী শিক্ষার সংযোগ কি উপায়ে সম্ভব হইবে?

উত্তর—প্রাথমিক পর্য্যায়ে শিক্ষার রূপ মূলশিক্ষানুগ হওয়া বিধেয়, পরিষদের ইহাই সিদ্ধান্ত। পরিষদ মনে করেন আরও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সমর্থিত না করিয়া সমস্ত লভ্য অর্থ মূল শিক্ষার প্রসারের জন্য ব্যয় করা উচিত। যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে সে গুলিতে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়া তাহাদের উন্নতিসাধন করিতে হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে এতদুদ্দেশ্যে সম্প্রতি গঠিত পরিষদের মন্তব্য কি হইতে পারে পরিকল্পনা তাহা পূর্ব হইতেই অনুমান করা সঙ্গত

মনে করেন না। তবে পরিষদের ধারণা যে বুনিয়াদী শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে যোগসূত্র এত দৃঢ় হওয়া বিধেয় যাহাতে মাধ্যমিক শিক্ষালাভের সময় কোনও শিক্ষার্থী মনে না করিতে পারে যে শিক্ষার বিষয় বা শিক্ষার পদ্ধতিতে আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। উচ্চতর শিক্ষার পর্য্যায়ে বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত অনুসরণ করিবার উদ্দেশ্যে গ্রাম্য বিশ্ববিদ্যালয় নামক নূতন একটি রূপ লইয়া পরিষদ পরীক্ষা করিতে চান। চাকুরীর ব্যাপারে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকেরা অন্যান্য স্নাতকদের সমতুল্য বিবেচিত হইবেন।

প্রশ্ন—শিক্ষকদের বেতন এবং চাকুরীর অবস্থার উন্নতি সম্পর্কে পরিষদের প্রস্তাব কি?

উত্তর—এই দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির হীন অবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ শিক্ষকদের বেতনের স্বল্পতা এবং তাহাদের চাকুরীর হীন অবস্থা। পরিষদ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সরকারকে বিশেষভাবে নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে প্রতি রাষ্ট্রের সামর্থ্য অনুসারে শিক্ষকদের বেতনের হার যাহাতে অন্যান্য বৃত্তির সাহিত তুলনায় ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে সে ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং যখনই সম্ভব শিক্ষকদের জন্য বিনা ভাড়ায় বাসস্থানের ব্যবস্থা, তাহাদের সন্তানসন্ততির জন্য বিনা ব্যয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি সুবিধা দিতে হইবে। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে প্রতি শিক্ষককে এক এক খণ্ড জমি দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে পরিবার প্রতিপালনের উপযুক্ত তরীতরকারী সেখানে উৎপন্ন হইতে পারে। উপরন্তু ছুটির সময় নিম্নতর শ্রেণীর শিক্ষকদের পড়াইয়া, শ্রমিক বালকবালিকাদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় খুলিয়া এবং সামাজিক শিক্ষার ভার লইয়া যাহাতে শিক্ষকেরা তাহাদের অতীব পরিমিত আয় বৃদ্ধি করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রশ্ন—সামাজিক শিক্ষা কথাটির অর্থ কি? পরিকল্পনা তাহার কি মূল্য দিয়াছেন?

উত্তর—বয়স্ক লোকদের বর্ণ পরিচয় দেওয়ার আদর্শ অতি সঙ্কীর্ণ সুতরাং বয়স্ক লোকদের শিক্ষার ক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া স্বাস্থ্যবিষয়ে, অবকাশ বিনোদন বিষয়ে এবং পৌর অধিকার ও দায়িত্ব বিষয়ে তাহাদের শিক্ষা দিতে হইবে। বয়স্ক লোকদের শিক্ষার এই বিস্তৃততর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিবার জন্য, 'সামাজিক শিক্ষা' কথাটির সৃষ্টি। এই সামাজিক শিক্ষার উদ্দেশ্য গ্রাম্য সম্প্রদায় কর্তৃক অনুষ্ঠিত গ্রাম উন্নয়নের সর্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা। পরিকল্পনা পরিষদ সামাজিক শিক্ষার প্রয়োজনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত করিয়াছেন। পরিকল্পনার কার্য্যকলাপের মধ্যে ১৫ কোটি টাকা এই উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই অর্থের পরিমাণ শিক্ষার জন্য পরিকল্পিত মোট ব্যয়ের শতকরা ১০ ভাগ।

অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নয়ন

প্রশ্ন—পরিকল্পনা অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন কি ?

উত্তর—হাঁ। পরিকল্পনার একটি অধ্যায়ে (৩৮ অধ্যায়ে) অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য কার্য্যক্রম নিবদ্ধ হইয়াছে। আলোচ্য পঞ্চবর্ষের পরিসরের মধ্যে এই কার্য্যক্রম অবলম্বন করিবার জন্য ৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

প্রশ্ন—অনুন্নত সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শ্রেণীর বিশেষ প্রয়োজন কি করিয়া মিটান হইবে ?

উত্তর—অনুন্নত সম্প্রদায়ের অগ্রগতির জন্য যে কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান শিক্ষার ব্যবস্থাবিস্তার। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে বৃত্তির ব্যবস্থা ও বিনা বেতনে পাঠলাভের সুযোগ, পুস্তকক্রয়, পরীক্ষার 'ফী' সম্পর্কে অর্থসাহায্য, বিনা খরচে ছাত্রাবাসে থাকিবার ব্যবস্থা, শিল্পশিক্ষার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা,—এই সব উপায়ে অনুন্নত বহুসংখ্যক ছাত্র যাহাতে শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অর্থের অভাব বা অন্যবিধ সুযোগের অভাবে যাহাতে কোন ছাত্র শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত না হয় সেই আদর্শই অনুসৃত হইয়াছে।

কোনও পেশা অবলম্বন করিয়া তাহারা যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ঋণ ও অর্থসাহায্য ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ না হইয়া যাহাতে তাহারা উপযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারে তাহার জন্যও বহুল সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।

তপশীলভুক্ত জাতির সম্পর্কে, এই সব জাতিরা যে সব অঞ্চলে বাস করে সেই সব অঞ্চলে রাস্তানির্ম্মাণ, রোগের প্রতিকার ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন বিষয়েও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে।

THE PUBLICATIONS DIVISION
Ministry of Information and Broadcasting
Government of India.